ভগবৎ-দর্শন

৪১ বর্ষ ■ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ■ হৃষীকেশ ৫৩১ ■ আগস্ট ২০১৭

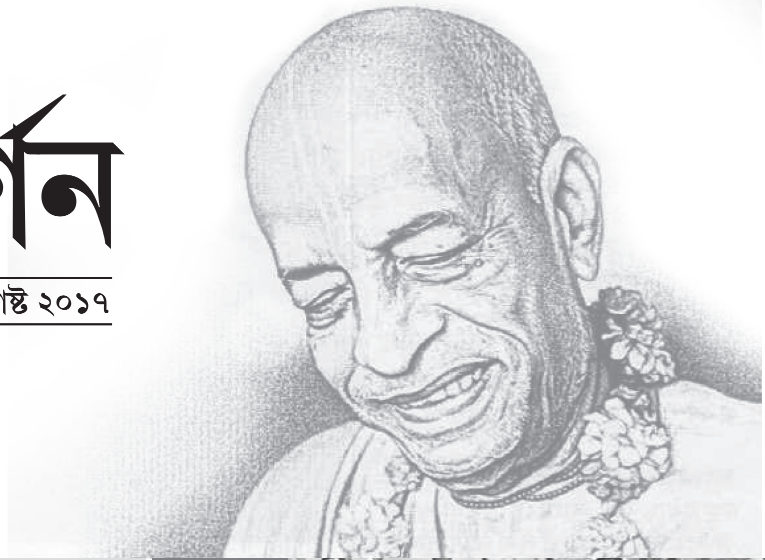

বিষয়-সূচী

প্রবন্ধ

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব	৪
রাধাষ্টমী-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম সুখময় দিন	৮
হরিনামের বিষয়ে তোতাপাখির শিক্ষা	১২
ভগবানকে ভালবাসার পন্থা	১৬
পাপ কিছু দেয় না	১৮
রূপ গোস্বামী	২০
ননীচোর	২৪
মরিব বলিও না	২৭

বিভাগ

প্রশ্ন উত্তর	৩
ভক্তি কবিতা	১১
ছোটদের আসর	২৩
অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ	৩০
ইসকন সমাচার	৩১

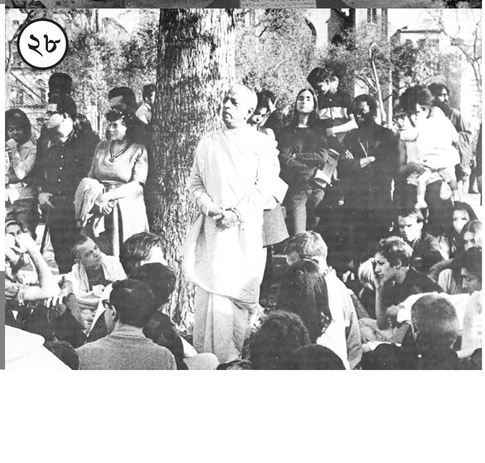

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা ঃ

(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশানুসারে)
আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **প্রুফ সংশোধক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রবন্ধক** এম সিং ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা ● **হিসাব রক্ষক** সুশান্ত কুমার রায় ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **শ্রী অমল পুরাণ দাস ব্রহ্মচারী** দ্বারা প্রকাশিত ● **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, ফোনঃ (০৩৩) ২২৮৯-৬২৪৭,২২৮৯-৬৪৪৬, মোবাইলঃ ৮৬২১০০৭৮১৩,
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক পাঠক ভিক্ষা ভগবৎ দর্শন **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ১০০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ৪৫০ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ৯০০ টাকা ● সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ২২৫ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ৪০০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ১৫০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ৬৭৫ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ১৩০০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য (১ মাস অন্তর)- ২৮০ টাকা, ১ বছরের জন্য (প্রতি মাসে) - ৪২০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(কুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য ভগবৎ দর্শন - ২৫০ টাকা, ১ বছরের জন্য সংকীর্তন সমাচার - ২০০ টাকা, ১ বছরের জন্য দুটি - ৩০০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গ্রাহক ভিক্ষা - ৪৯০ টাকা ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান।**

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা পাঠক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক পাঠক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৭ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

স ম্পা দ কী য়

আসুন আমরা এই উৎসবে কৃষ্ণকে আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই

আমাদের জীবন কত উত্তেজক হতো যদি রোজ কিছু না কিছু আনন্দ উপভোগ করার বস্তু থাকত। পারমার্থিক জগতে প্রতিটি মুহূর্তই আনন্দ উপভোগের মুহূর্ত। শাস্ত্র আমাদেরকে বলে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যে প্রতিটি শব্দ একটি সংগীত, প্রতিটি পদক্ষেপ একটি নৃত্য। যদিও জড় জগতে আমাদের প্রতিটি মুহূর্তই এক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। আনন্দ আমাদের প্রতারণা করে এবং দুঃখ আমাদের তাড়িত করে। তাই আমাদের প্রতি পরম করুণা পরবশ হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রিয় পার্ষদ ভক্তগণ এই জগত সংসারে অবতীর্ণ হন আমাদেরকে পারমার্থিক জগতের অপ্রাকৃত লীলাতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে, যেখানে শুধুই আনন্দ। দুঃখের ছিটে ফোঁটাও নেই। আগষ্ট মাস এক অতি শুভ পবিত্র মাস, কারণ এই মাসেই আমরা জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, বলরাম জয়ন্তী, শ্রীল রূপ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি এবং শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথির মতো মহা উৎসব পালন করি।

আমরা যদি এই সব উৎসবের উদ্দেশ্যের গভীরে প্রবেশ করি এবং প্রকৃত অর্থে যদি উৎসবগুলি পালন করি তাহলে এইগুলি আমাদেরকে পরমেশ্বর ভগবানের নিকট নিয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখ এই যে, বর্তমানে অধিকাংশ মানুষই উৎসবগুলিকে একটি রীতি হিসাবে দেখেন। অনেকের জন্য এটি শুধুমাত্র ছুটির দিন, একটি শিথিল জীবন যাপনের দিন, টেলিভিশন দেখা, বিলম্বে ঘুমানো, বাইরে বেড়ানো, সুস্বাদু খাদ্য খাওয়া ইত্যাদি। এক কথায় এটি নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির একটি দিন।

তথাপি আমরা যদি এই সমস্ত উৎসবগুলি কৃতজ্ঞচিত্তে পালন করি এবং আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ রূপে ভক্তিমূলক সেবাতে নিয়োজিত করি তাহলে এটি আমাদের চেতনাকে উন্নত করবে। উৎসবের দিনগুলিতে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের বদান্যতার ধ্যান করা উচিত। আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এই দেখে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেমন ভাবে এক প্রেমময় পিতা হিসাবে আমাদের চিন্ময়ী মাতা শ্রীমতি রাধারাণী এবং ভ্রাতা বলরামকে নিয়ে আমাদেরকে দেখতে আসেন। 'কেন তোমরা এখানে অযথা কষ্ট ভোগ করছ? এসো আমাদের সঙ্গে, এসো পরমসুখের স্থানে', এটি আমাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ। আমাদেরও তাই বিশেষভাবে মহান আচার্য শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল প্রভুপাদের মতো শুদ্ধভক্তের ভগবানের প্রতি সেবামূলক ভজনের ধারা মতো ধ্যান করা উচিত। তাঁরা কঠিনতম পরিশ্রম করেছিলেন এবং সর্বস্বত্যাগ করেছিলেন আমাদেরকে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রদান করার জন্য। উৎসবের দিন পরিপূর্ণভাবে ভগবান এবং তাঁর পার্ষদদের চমৎকার ও অত্যাশ্চর্য লীলাগুলি সম্বন্ধে নিরন্তর ধ্যান করা উচিত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনোই খুশী হবেন না এটা দেখে যে, আমরা এই প্রকার কার্যক্রমে কত বেশী অর্থ খরচ করেছি। আমাদের বাহ্যিক আচরণ দিয়ে জড়জগতকে প্রভাবিত করতে পারলেও কৃষ্ণ এতে খুশী হন না এবং আমরা যদি আমাদের হৃদয়কে নির্মল, ঈর্ষাহীন এবং অহংকার বিহীন করতে না পারি তাতেও কৃষ্ণ খুশী হন না। তাই যখন আমরা উৎসব পালনে একত্রিত হই তখন আমাদের সমস্ত বিভেদ ভুলে একে অপরের দোষ ত্রুটিকে ক্ষমা করে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা উচিত। এই আচরণ কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। তাই আসুন আমরা সকলেই এই বর্ণময় উৎসবগুলি পালনের জন্য একত্রিত হই এবং আমাদের হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অবস্থান করার জন্য প্রেমময় আমন্ত্রণ জানাই।

আগষ্ট মাসে (১৫ই আগষ্ট) ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছিল। এই আগষ্ট মাসে আসুন আমরা কৃষ্ণের প্রতি আমাদের নির্ভরতাকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে জড়বাসনা থেকে মুক্তি লাভ করি।

প্রশ্ন ১। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে মোট কত সৈন্য যোগ দিয়েছিল? *— অজয় বেরা, পূর্ব মেদিনীপুর*

উত্তর ঃ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৬৬ কোটি ৪৪ হাজার ১ শত ৭৫। মোট সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধে নিহত সংখ্যা ছিল ১৬৬ কোটি ২০ হাজার। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলাতক সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার ১ শত ৬৫। দেবর্ষি লোমশের অনুগ্রহে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এসব দেখতে পেরেছিলেন। (মহাভারত, স্ত্রী পর্ব) আঠারো দিনের মহাযুদ্ধের পর কেবল ১০ জন জীবিত ছিলেন। তাঁরা হলেন পাণ্ডবপক্ষীয় সাতজন — যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব ও সাত্যকী, আর কৌরবপক্ষীয় তিনজন — কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা।

প্রশ্ন ২। রোজ হরিনাম জপ করে, প্রসাদভোজী, ভক্তি অনুকূল জীবনযাপন করে। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণ করেনি, এমন ব্যক্তির অন্তিম গতি কোথায়? *— বিশাখা দেবী দাসী, কল্যানী*

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে — সমবহায় গুরোশ্চরণং বনিজ ইব সন্তি অকৃতকর্ণধারা জলধৌ। অস্বীকৃত কর্ণধার বণিকের মতো এই সংসার সমুদ্রে কেবলমাত্র ঘুরে বেড়াবে। (ভা ১০/৮৭/৩৩)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন, এই সাধক শরীরে যারা গুরুকে কর্ণধার রূপে স্বীকার করেনি, তারা নাবিক বিহীন সমুদ্রে পথভ্রান্ত বণিকের মতো। যার ইষ্টদেবে পরাভক্তি আছে, তেমনই শ্রীগুরুদেবে পরাভক্তি, তার কাছে শাস্ত্রগণ নিজ নিজ অর্থ প্রকাশ করেন। গুরুচরণ সেবা নিষ্ঠ ব্যক্তিই ভগবৎতত্ত্ব জানতে পারেন।

যদি কোনও শ্রদ্ধাশীল ভক্ত গুরুগ্রহণের আগেই দেহত্যাগ করে তবে তার শুভগতির সুযোগ শ্রীকৃষ্ণই দান করবেন।

প্রশ্ন ৩। ভক্তদের জীবনেও দেখি অনেক কষ্ট-দুঃখ। তাহলে ভক্ত হয়ে লাভ কি? *— ললিত মোদক, কলকাতা*

উত্তর ঃ প্রহ্লাদ, ধ্রুব, পাণ্ডবগণ — জীবনে কতই না দুঃখকষ্ট তাঁদের ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন তাই তাঁরা কখনও অশান্তি ভোগ করেননি।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন — যতক্ষণ আমাদের জড় কামনা আছে, ততক্ষণ আমরা অশান্তই থাকব। এটাই গুহ্য কথা। সেইজন্য কৃষ্ণভাবনাময় হলেই সকল জড় চাহিদা থেকে আমরা মুক্ত হবো। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। অন্যেরা কিছু পেতে চায়। তারা অশান্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।

পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত হলে সে আর আত্মতত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হয় না। এই অবস্থায় স্থিত হলে চরম বিপর্যয়েও তার চিত্ত বিচলিত হয় না। (গীতা ৬/২২)

ভক্ত জাগতিক দুর্ঘটনাগুলোকে সহ্য করেন, কারণ তিনি ভালোমতোই জানেন এগুলি আসবে আর যাবে। এগুলি এই জড় জগতে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই। কিন্তু এই তরঙ্গ থেকে নিস্তারের পন্থাই হলো কৃষ্ণভাবনা নিয়ে থাকা।

কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছেন, তোমাকে বারংবার দেখতে চাই। যতই সংকট বারংবার আসুক তাতে দুঃখ নেই। কারণ তোমাকে দর্শন করলেই আর আমাদের জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না, সংসার চক্র দর্শন করতে হবে না।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

জপ করুন আনন্দিত থাকুন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

আপনি কি ভগবৎ-দর্শন পাচ্ছেন না?
পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
(033) 2289 6446
9073791237
btgbengali@gmail.com

মন্ট্রিল - ১৯৬৮

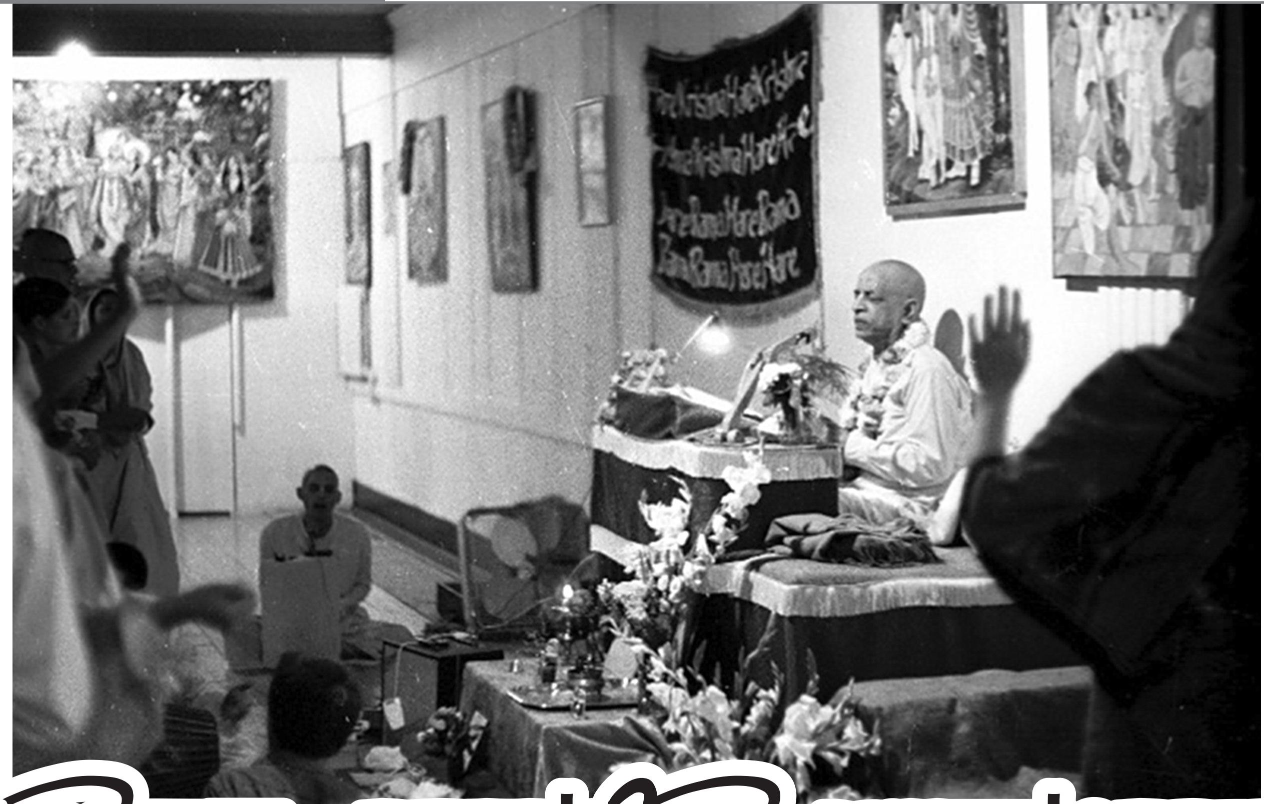

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, 'হে প্রিয় অর্জুন, যে মানুষ শুধুমাত্র প্রয়াস করে আমার চিন্ময় জন্ম অথবা আবির্ভাব এবং তিরোভাব ও কার্যাবলী সম্বন্ধে জানার, জন্মকর্ম ...।'

পরমেশ্বর ভগবান কর্মহীন নন। সুতরাং যে পরমেশ্বর ভগবানের কর্মের স্বরূপ জানতে পারে এবং কিরূপ জন্ম তিনি গ্রহণ করেন তা বুঝতে সক্ষম হয়, শুধুমাত্র এই দুটি জিনিস জেনেই একজন বিস্ময়কর ফল লাভ করতে পারে। সেটি কি? ত্যক্ত্বা দেহং। এই দেহ ত্যাগ করে — ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি (গীতা ৪.৯) — এই জড় জগতে আর জন্ম নেয় না। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে পারেন 'পুনর্জন্ম নৈতি' অর্থ তিনি উধাও হয়ে যান না। পুনর্জন্ম নৈতি, কিন্তু মাম্ এতি, সে এই জড় জগতে আর জন্মগ্রহণ করে না কিন্তু সে আমার কাছে আসে, মাম্ এতি।

মাম্ এতি অর্থ পরমেশ্বর ভগবানের নিবাসস্থল যেখানে আমরা যেতে পারি শুধুমাত্র তাঁর আবির্ভাব এবং কার্যাবলীর প্রকৃতি জেনে। সুতরাং আজ এই পবিত্র দিন, জন্মাষ্টমী যেদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন — পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই ভারতবর্ষের মথুরায়। ভারতীয় মহিলা ও পুরুষগণ যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা খুব ভাল করে জানেন মথুরা কোথায়। এটি নতুন দিল্লী থেকে ৯০ মাইল দক্ষিণে। মথুরা আজও বর্তমান এবং এটি নিত্য বর্তমান। মথুরাতে মাতুল গৃহে এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন।

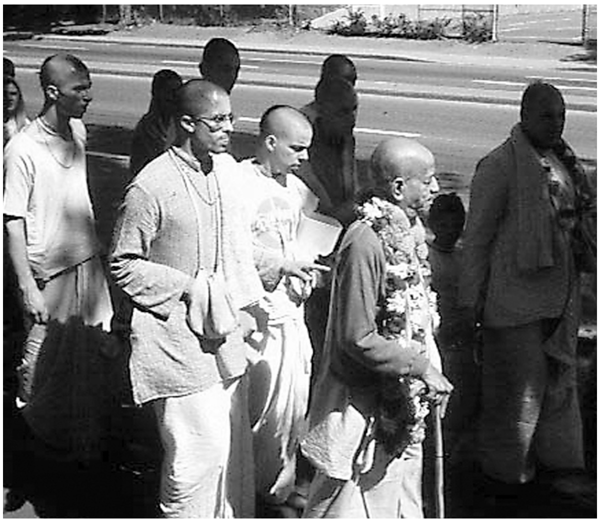

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। যেই ভারতে যায় সেই দেখতে পায়।

সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গ্রহে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন কৃষ্ণ বলছেন, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ (গীতা ৪.৯)। দিব্যম্ অর্থাৎ সাধারণ নয়। কখনোই এটা এমনভাবে বোঝা উচিত নয় যেমন আমরা জন্মগ্রহণ করি। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মতো জন্মগ্রহণ করেন না। ভগবদ্ গীতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে; যখন অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'হে প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি বলছ যে, তুমি সূর্যদেবকে ভগবদ্গীতার যোগ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলেছ। তার অর্থ তুমি কোটি কোটি বৎসর পূর্বে এটি ব্যাখ্যা করেছ। কিভাবে আমি এটি বিশ্বাস করব?' কারণ কৃষ্ণ অর্জুনের সমসাময়িক ছিলেন, সুতরাং তিনি ভাবছেন যে, 'কৃষ্ণ আমার বন্ধু, আমার ভাই।' তিনি সূর্যদেবকে ভগবদ্গীতার যোগ সম্বন্ধে বলেছেন, কি ভাবে এটি সম্ভব?

সুতরাং উত্তর কি ছিল? উত্তর ছিল যে, 'তুমিও এর আগে বহুবার জন্মগ্রহণ করেছ; আমিও বহুবার আবির্ভূত হয়েছি। পার্থক্য হলো যে, আমার স্মরণে আছে। তুমি স্মরণ করতে পার না।' এটিই ভগবান এবং সাধারণ জীবের মধ্যে পার্থক্য—আমরা বহু জন্ম লাভ করি।

এই পৃথিবীতে ৮৪,০০,০০০ প্রকার জীব বর্তমান এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জড় জগতে আছি আমরা পুনর্জন্মের চক্রে আবর্তিত হচ্ছি। কিন্তু কৃষ্ণের জন্ম এই রকম নয়। অতঃপর কৃষ্ণ বলছেন, 'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ'। তত্ত্বতঃ অর্থাৎ 'সত্য'। ভাসাভাসাভাবে নয়। বৈজ্ঞানিকভাবে, যিনি জানেন তিনি অচিরেই মুক্তিপ্রাপ্ত হবেন। কেমন করে একজন এই সত্য জানতে পারেন? সেটিও ভগবদ্গীতাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে;

আমরা যদি ভাসাভাসা ভাবে আমাদের পরীক্ষামূলক জ্ঞানের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে এইভাবে ভগবানকে কিছুতেই জানা সম্ভব নয়।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ (গীতা ১৮.৫৫)

পুনরায় সেই একই কথা, তত্ত্বতঃ, 'সত্য' যদি কেউ ভগবানকে জানতে অথবা কৃষ্ণকে জানতে অভিলাষ করেন, সত্য সত্যই জানতে চান — ভাসাভাসা ভাবে নয় — সে ক্ষেত্রে তাকে ভক্তিযোগের অভ্যাস করতে হবে। অন্যত্র কৃষ্ণ বলছেন,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। (গীতা ৯.২৬)

'যদি কেউ ভক্তি সহকারে আমাকে স্বল্প ফল, স্বল্প ফুল, স্বল্প জল নিবেদন করে, সেটিই

হলো একমাত্র যোগ্যতা'। সুতরাং কৃষ্ণ বলছেন, তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি, 'যেহেতু সে ভক্তি বিশ্বাস এবং প্রেম সহকারে নিবেদন করছে, আমি আহার করি।' কৃষ্ণ আহার করেন।

আমরা মন্দিরে প্রসাদ নিবেদন করি। সুতরাং তিনি আহার করেন কারণ তিনি বলছেন, 'আমি আহার করি।' কিভাবে তুমি বলছ তিনি আহার করেন না? কতিপয় ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'স্বামীজি, আপনি মন্দিরে ভোগ নিবেদন করেন কিন্তু আপনি কি ভাবেন ভগবান কৃষ্ণ আহার করেন?' আমি উত্তর দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, কেন নয়? তিনি বলছেন, 'আমি আহার করি।' কিভাবে তুমি বলতে পারো তিনি আহার করেন না? কিন্তু তুমি জানো না তিনি কিভাবে আহার করেন।

স্বল্প জ্ঞানের কারণে তুমি ভাবো যে, ভগবান আহার করেন না। কিন্তু আহার করেন ..., তাঁর আহার প্রক্রিয়া পৃথক। সেটি ব্রহ্ম সংহিতায় দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে; অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি (ব্র.স. ৫.৩২)।

ভগবানের ইন্দ্রিয় সকল — কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়সকল অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মতোই শক্তিশালী; যেমন আমি আমার চোখ দিয়ে দেখতে পাই, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর চক্ষু দিয়ে আহারও করতে পারেন। সেটিই হলো অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি। এর অনেক উদাহরণ আছে। কৃষ্ণ অথবা বিষ্ণুর — প্রথম সৃষ্টি হলো গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু যিনি সমুদ্রের উপর শায়িত এবং তাঁর নাভি হতে ব্রহ্মার সৃষ্টি। একটি পদ্মের ডাঁটি যা ভগবানের নাভি হতে উৎপন্ন হয়েছে এবং ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে।

লক্ষ্মী, ঐশ্বর্যের দেবী, শুধুমাত্র উপবেশন করছেন। আমরা জানি সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রীর সহযোগিতা প্রয়োজন, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ত্রী উপবেশন করছেন কিন্তু তিনি নাভী হতে ব্রহ্মাকে জন্ম দিলেন।

একেই বলা হয় সর্ব শক্তিমান। তাঁর কারোর সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা যেভাবে সন্তান পাই তিনি সেভাবে সন্তান পান না — সেই জন্য, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ (গীতা ৪.৯)। তিনি তোমার হৃদয়ের মধ্যে রয়েছেন, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সুতরাং তিনি সর্বত্র আবির্ভূত হতে পারেন। যেমন সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়। এর অর্থ এই নয় যে, পূর্ব সূর্যের 'মাতা' আমরা শুধুমাত্র দেখি সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়। এই রূপে যদি আমরা সত্যকে জানার চেষ্টা করি, তবেই আমরা ভগবানকে জানতে পারবো।

আমরা যদি ভাসাভাসা ভাবে আমাদের পরীক্ষামূলক জ্ঞানের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে এইভাবে ভগবানকে কিছুতেই জানা সম্ভব নয়।

পন্থাস্তু কোটি শত বৎসর সংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোহপ্যস্তি যৎপ্রপদসীন্ম্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।।

ব্রহ্ম সংহিতা বলছে যে, যদি একজন শতকোটি বছর ধরে বহু বহু জ্ঞান চর্চা করে মনের গতিতে ধাবিত হন তথাপি ভগবানকে তিনি জানতে পারবেন না। বেদেযু দুর্লভমাত্মভক্তৌ (ব্র.স. ৫.৩৩)। শুধুমাত্র বেদপাঠের দ্বারাও তাঁকে জানা যায় না।

ত্রৈগুণ্য বিষয়ো বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জুন। একজনকে বেদের উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাহলে সে জানতে পারবে ভগবান কি অথবা কৃষ্ণ কি।

এই প্রক্রিয়াটি ভগবদ্গীতাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ (গীতা ১৮.৫৫)। সুতরাং এই ভক্তি কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি। এত সুন্দর এই ভক্তির শ্রেণীতে জন্মাষ্টমী উৎসবটি পালিত হয়। অবশ্যই, এই জন্মাষ্টমী উৎসব সমস্ত হিন্দুরাই পালন করে তাতে সে বৈষ্ণব হোক অথবা না হোক, এই উৎসব ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে পালিত হয়।

ঠিক তোমাদের পাশ্চাত্য দেশের প্রতি ঘরে ঘরে ক্রিস্টমাস উৎসব পালনের মতো। একই ভাবে জন্মাষ্টমীও প্রতি ঘরে ঘরে পালিত হয়। তাই আজ এক বৃহৎ উৎসবের দিন।

রাধাষ্টমী

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম সুখময় দিন

শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজ

ভাগবতে বর্ণিত আছে যদি আমরা বৃক্ষের শিকড়ে জল সিঞ্চন করি তাহলে তা পূর্ণ বৃক্ষের ডাল, পাতা, পল্লব, ফুল সমস্তই পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অস্তিত্বের — পার্থিব এবং অপার্থিব জগতের সমস্ত কিছুর উৎস। তিনি সর্ব কারণের কারণ এবং প্রত্যেকে ও সমস্ত কিছু তাঁর থেকেই আসছে। তাই যখন শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন, আমরা তখন পরমার্থিক সন্তুষ্টির পরম পুষ্টি দেখতে পাই।

তাই কৃষ্ণকে সন্তুষ্টিকরণের মাধ্যমে আমরা শুধু নিজেরাই তৃপ্ত হই না, আমরা সমস্ত জগত সংসারকে সন্তুষ্টি প্রদান করতে পারি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কোন্ পরমানন্দ নিয়ে আসে? তাঁর প্রিয় রাধারাণীর আনন্দ। তাই আমাদের প্রেমভক্তি, সকৃতজ্ঞ চিত্ত এবং পূর্ণ আনন্দে শ্রীমতী রাধারাণীর পূজা করা উচিত বিশেষ করে রাধাষ্টমীর দিন।

বৃষভানু এবং তাঁর পত্নী কীর্তিদা তাঁদের পূর্ব জন্মে হাজার হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন পরমেশ্বরী সৌভাগ্যের ভগবতীকে তাঁদের কন্যারূপে পাবার জন্য। পূর্বে তাঁদের নাম ছিল সুচন্দ্র এবং কলাবতী। তাঁরা গোকুল মহাবনের নিকট রাভেল নামক গ্রামে বাস করতেন।

একদা যখন বৃষভানু যমুনাতীরে ভ্রমণে গিয়েছিলেন তিনি অতি বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, একটি পদ্মফুলের মধ্যে এক অপরূপ মাধুর্যময় বালিকা শায়িত রয়েছে। তাঁর স্বর্ণাভ অঙ্গকান্তি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রকটিত হয়ে সেই ক্ষুদ্র বালিকা শিশুটিকে বৃষভানুর হস্তে অর্পন করলেন। তিনি সেই শিশুটিকে তাঁর গৃহে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে তাঁর প্রিয় পত্নী কীর্তিদার হাতে তুলে দিলেন। তাঁদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু এর সঙ্গে দুঃখও মিশ্রিত ছিল। শিশুটি তার চক্ষু খুলল না, সে কি অন্ধ? সে কোন শব্দও করছে না, সে কি মূক? সে কোন শব্দেরও প্রতিক্রিয়া করছে না। সে কি বধির? তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। হয়তো সময় মতো সত্য প্রকাশিত হবে।

ইতিমধ্যে নারদমুনি বুঝতে পারলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই পরমেশ্বরী, সৌভাগ্যের ভগবতী শ্রীমতী রাধারানী হয়তো আবির্ভূতা হয়েছেন। তিনি ব্রজভূমিতে শ্রীমতী রাধারানীর অন্বেষণ করছিলেন এবং তাঁর পরমজ্ঞানের দ্বারা তিনি বৃষভানু মহারাজের গৃহে আগমন করলেন। তিনি প্রবল আগ্রহের সঙ্গে শিশুটিকে দর্শন করতে চাইলেন। বৃষভানু

মহারাজ ভাবলেন যে, মহামুনি নারদ যদি শিশুটিকে আশীর্বাদ প্রদান করে তাহলে সে হয়তো তাঁর চোখ খুলবে এবং দেখবে। যখন নারদমুনি এই অপরূপ শিশুটিকে দর্শন করলেন, তাঁর হৃদয় প্রেমভক্তিতে বিগলিত হয়ে গেল। তিনি অনুভব করলেন যে, সমস্ত প্রেমভক্তির পরম আধার সেই শিশু। তিনি সেই শিশুটির সহিত একান্তে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। যখন তিনি একান্তে সেই বালিকা শিশুর কাছে ছিলেন, তিনি তাঁর পূজা করলেন, তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, তিনি যেন তাঁর পারমার্থিক জগতের চিন্ময়রূপ দর্শন করতে পারেন। শ্রীমতী রাধারানী তখন তাঁর সেই পরম দিব্য প্রায় চৌদ্দ বর্ষীয়া কন্যার অপরূপ রূপে প্রকাশিত হলেন। তিনি সমগ্র সৌন্দর্য, পরমকৃপা এবং পরম প্রেমভক্তির উৎস। নারদমুনি মূর্ছিত হলেন। যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তিনি শুধুমাত্র নৃত্যগীত সহযোগে শ্রীমতী রাধারানীর রূপ গুণ কীর্তন করতে লাগলেন। এটি ছিল নারদমুনির বহু বছরের শুদ্ধ তপস্যার প্রকাশ এবং তিনি তাঁর কৃপা প্রার্থনা করলেন। তারপর শ্রীমতী রাধারাণী পুনরায় সেই শিশুর আকার ধারণ করলেন। নারদমুনির চক্ষু পুলকাশ্রুতে পূর্ণ ছিল, তাঁর ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হচ্ছিল। তিনি ধ্বনি দিচ্ছিলেন ঃ জয় রাধে! জয় রাধে! জয় রাধে!

বৃষভানু মহারাজ এবং কীর্তিদা কক্ষে প্রবেশ করলেন। কিন্তু নারদমুনি তাদের কাছে সত্য প্রকাশ করলেন না কারণ এটিই ছিল তার কাছে তাঁর পরমারাধ্যা শ্রীমতী রাধারানীর নির্দেশ। তাঁদের সৌভাগ্যের প্রশংসা করে নারদমুনি তাঁদের গৃহ থেকে প্রস্থান করলেন।

বৃষভানু নন্দ মহারাজের এক প্রিয় সখা ছিলেন এবং কীর্তিদাও মাতা যশোদার প্রিয় সখী ছিলেন। নন্দ মহারাজ এবং মাতা যশোদা সেই শিশু বালিকার সংবাদ শ্রবণ করে এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁর সখীর সেই সদ্যজাত শিশুটিকে দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

শীঘ্রই মাতা যশোদা শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে সেখানে আসলেন, যিনি কিছুদিন পুর্বেই আবির্ভূত হয়েছেন। যখন কীর্তিদা এবং যশোদা ঐ অপরূপ বালিকার রূপ বর্ণনায় রত তখন ছোট্ট কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে দোলনার দিকে গেলেন যেখানে শ্রীমতী রাধারানী ছোট্ট শিশু বালিকা রূপে শায়িত ছিলেন।

ছোট্ট কৃষ্ণ সেই ছোট্ট বালিকাকে স্পর্শ করলেন। যখন কৃষ্ণের মুখমন্ডল তাঁর সম্মুখে আসল, শ্রীমতী রাধারানী তৎক্ষণাৎ তাঁর চক্ষু উন্মিলিত করলেন এবং কৃষ্ণের জন্য কান্না করলেন। তিনি কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু দেখতে চাইলেন না। তিনি কৃষ্ণের গুণকীর্তন ছাড়া আর কোন কথা বলতে চাইলেন না। এটিই পরমেশ্বর ভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারানীর চিন্ময় প্রকৃতি।

চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে শ্রীমতী রাধারানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি এবং তাঁর থেকে তিনি অভিন্ন।

চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে শ্রীমতী রাধারানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি এবং তাঁর থেকে তিনি অভিন্ন।

তিনি বৈকুণ্ঠে নারায়ণপত্নী সমস্ত লক্ষ্মীদেবীর উৎস। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতামাতার উৎস। তিনি পার্বতী এবং দুর্গার উৎস যাঁরা জড় জগতের লালন পালনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীরাধা, শ্রীসীতা, শ্রীলক্ষ্মী অভিন্ন ঠিকই কিন্তু শ্রীমতী রাধারানী তাঁর প্রকৃতরূপ, পূর্ণ ঐশ্বর্য, তাঁর চরম প্রেমভক্তিভাব ইত্যাদি নিয়ে বৃন্দাবনের চিন্ময় ভূমিতে নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন।

শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁদের চিন্ময় মধুর লীলা প্রদর্শন করেছিলেন।

কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ। তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জানেন। কিন্তু এই অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তাঁর একটি বস্তু অজানা আছে, আর তা হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারানীর শুদ্ধ নির্মল এবং প্রগাঢ় প্রেমভক্তি।

রাধারানীর প্রেমভক্তির প্রশংসা করে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন, যখন রাধারানী যমুনাতে যেতেন লোকে তাঁর সমালোচনা করত। কিন্তু রাধারানী বলতেন, 'প্রত্যেকেই যমুনাতে যায় কিন্তু আমি যখন যমুনাতে যাই লোকে তখন আমাকে অসতী বলে কারণ আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে যাই। যদি কৃষ্ণসেবায় গিয়ে অকথা কুকথায় আমার চরিত্র হননও হয়, তাহলেও আমি কৃষ্ণের আনন্দের জন্য সেই অকথা ও

কুকথাকে অতি সুবাসিত পুষ্পের মালার মতো আমার কণ্ঠে অতি আনন্দের সহিত ধারণ করব।'

'আমার কি এমন বিশেষ গুণ রয়েছে যা তাঁকে পরম সুখ প্রদান করে? আমার প্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করে সে কি আনন্দ পায়? তার প্রেমের প্রকৃতিই বা কি? আমাকে ভালবেসে সে কি সুখ অনুভব করে?' কৃষ্ণ নিরন্তর এই চিন্তা গভীরভাবে করতে থাকেন। কিন্তু একটি বিষয় তিনি উপলব্ধি করেন, তিনি পরিপূর্ণভাবে শ্রীমতী রাধারানীর ভক্তির অধীন।

শ্রীমতী রাধারানী ভক্তির সর্বোচ্চ রস — পবিত্র, নির্মল ভক্তিকে প্রকাশ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি হলেন কৃষ্ণভক্তির সর্বোচ্চ আধার। তাঁর কৃপা বিনা কেউই ভক্তি লাভ করতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য রূপে তিনি সমগ্র পৃথিবীতে পবিত্র নাম জপের মাধ্যমে তাঁর প্রেম বিতরণ করেছেন — *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।*

হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে, শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর লীলাবিলাসকে ঐকান্তিকভাবে অনুভব করার আমন্ত্রণ জানাতে স্বয়ং এই পৃথিবীতে এসেছেন। জলদূতে শ্রীল প্রভুপাদ একটি সুন্দর প্রার্থনা লিখেছিলেন; *'হে আমার সমস্ত ভ্রাতাগণ, শ্রীমতী রাধারানী তোমাদের উপর তাঁর কৃপা বর্ষণ করলে তবেই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হবে।'*

কৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রেম হলো সর্বোচ্চ, কারণ এটি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও পরাজিত করেছে।

সেই জন্যই রাধাষ্টমী হলো শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দের দিন।

শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একজন সন্ন্যাসী শিষ্য এবং বর্তমানে ইসকন গভর্নিং বডির কমিশনার। তিনি নিয়মিত রূপে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগী, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তির সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেশাদারদের এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্গদর্শন প্রদান করেন।

প্রভুপাদ বন্দনা

কুশাক্রেথ দাস

শ্রীশ্রীনবদ্বীপপরপ্রদীপঃ
সন্দীপ্যমানঃ সততো ভুবীহ।
চেতস্তমো হন্তি হি যস্য যত্বাৎ
তং কীর্তয়ামঃ প্রভুপাদদেবং।।

জয় নবদ্বীপ দিব্য প্রদীপ উজ্জ্বল,
চৈতন্যের শিক্ষামৃত নাম মহাবল।
যাহার প্রভাবে বদ্ধ জীবের হৃদয়,
তম আঁধার নাশি করে আলোক উদয়।
হেন কার্য সম্পাদনে যে কৈলা যতন,
প্রভুপাদ গুণ করি সতত কীর্তন।।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তপ্রচোদিতঃ শ্রী
ব্যাসাদ্যকোশং কুশলং কৃপালুঃ।
সনেম্লচ্ছবাগ্দেশচয়ে দধদ্ যস্
তং কীর্তয়ামঃ প্রভুপাদদেবং।।

ম্লেচ্ছ-ভাষী দেশের ভাগ্যে করিতে কুশল,
সরস্বতী গুরু-বাণী করিয়া সম্বল।
ব্যাস-আদি আচার্যের শাস্ত্রের ভান্ডার,
খুলিয়া বিলাইলা সবে করিলা উদ্ধার।
এমত কৃপালু প্রভুর কৃপা অনুপম,
প্রভুপাদ গুণ করি সতত কীর্তন।।

আচ্ছদ্যতে যৎপরতর্কদৃশ্য
গোবিন্দমূর্ত্যুজ্জ্বলভাস্করেণ।
অদ্বৈতিখদ্যোতকুলং জগত্যাং
তং কীর্তয়ামঃ প্রভুপাদদেবং।।

অদ্বৈতবাদীর দল খদ্যোতের প্রায়,
জগত মোহিত করে তর্কের মায়ায়।
প্রভুপাদ প্রচারধারা সুদক্ষ যুকতি,
স্থাপিল উজ্জ্বল সূর্য গোবিন্দ মূরতি।
অতএব সূর্য কৈল খদ্যোত গ্রহণ,
প্রভুপাদ গুণ করি সতত কীর্তন।।

যস্যৈব যত্নেন পুরাণরাজ
গঙ্গামলা কেশবকেলিহংসা।
সৎস্তোত্ররত্না বহতীহ লোকে
তং কীর্তয়ামঃ প্রভুপাদদেবং।।

সর্ব পুরাণের রাজা ভাগবত পুরাণ,
শুদ্ধ-স্বচ্ছ-সুরধনী লোকে বহমান।
কৃষ্ণলীলা-রাজহংস বিহার করে নিত্য,
শুদ্ধ-ভক্ত স্তবাবলী যেন নুড়ী-রত্ন।
হেন সুরধনী আনি যে কৈল যতন,
প্রভুপাদ গুণ করি সতত কীর্তন।।

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণপদারবিন্দে
সহস্রহৃৎসু শতমন্দিরেষু।
অরোপযদ্ যো মধুরে পৃথিব্যাং
তং কীর্তয়ামঃ প্রভুপাদদেবং।।

শ্রী রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্র যুগল পাদপদ্ম,
সর্ব লোক চিত্তহারী মাধুর্যের সদ্ম।
শতেক মন্দিরে রম্য সারা বিশ্ব জুড়ে,
সহস্র সহস্র জীবের হৃদি-অভ্যন্তরে।
স্থাপন করিতে যত্ন করিলা যে জন,
প্রভুপাদ গুণ করি সতত কীর্তন।।

কৌশল্যদৈর্ঘস্য সহস্রশাস্ত্র
শস্ত্রাতিবর্ষৈঃ প্রতিহন্যতে হি।
চণ্ডা কলের্মোহচমূর্হঠেন
তং কীর্তয়ামঃ প্রভুপাদদেবং।।

মায়া-সৈন্য স্বভাব চন্ড বদ্ধ জীবের ত্রাস,
কলি কালের প্রেরিত দূত সর্ব সত্য নাশ।
হেন হঠ ভীষণ শঠ করিতে দমন,
শাস্ত্ররূপী অস্ত্র-বৃষ্টি কৈলা নিক্ষেপণ।
সত্যের জয়-পতাকা বিশ্বে হইল সংস্থাপন,
প্রভুপাদ গুণ করি সতত কীর্তন।।

নানালসদগৌরসুধাপ্রকাশ
ফলঃ ক্ষিতৌ স্থাপিত এব যেন।
কৃষ্ণানুচিন্তাজনসঙ্ঘবৃক্ষস্
তং কীর্তয়ামঃ প্রভুপাদদেবং।।

নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তা বিশ্বব্যাপী সংস্থা,
গৌরশিক্ষামৃত বিতরণের নানা পন্থা।
কল্পতরু সংস্থা আর পন্থা তাহার ফল,
জগতমাঝে কীর্তি যাহার করে ঝলমল।
হেন বৃক্ষ জগতমাঝে যে কৈল স্থাপন,
প্রভুপাদ গুণ করি সতত কীর্তন।।

যো নিত্যদা জীবতি দৈবিকীষু
নিজাসু শিক্ষাসু তু সানুগামী।
কৃপাম্বুধির্নন্দসুতাশ্রিতাত্মা
তং কীর্তয়ামঃ প্রভুপাদদেবং।।

প্রভুপাদ চিরজীবি তাঁর দিব্য বাণী,
চিরজীবি তাঁর শত সহস্র অনুগামী।
নন্দসুত কৃষ্ণচন্দ্রের অভয়-চরণে,
কায়-মন-বাক্যে সদা থাকেন শরণে।
কৃপানিধি প্রভুপাদ অধমতারণ,
প্রভুপাদ গুণ করি সতত কীর্তন।।

যে বা ইদং শ্রীপ্রভুপাদদেব
কীর্ত্যাষ্টকং সুষ্ঠু পঠন্তি নিত্যম্।
গৌরোদযাচার্যবিচিত্রশক্ত্যা
তে কৃষ্ণবার্তাং প্রবদন্তি ভূম্যাম্।।

প্রভুপাদ অনন্ত কীর্তির অল্প স্বল্প কথা,
এ হেন অষ্টক ভিতর বর্ণিত হয় যথা।
দৃঢ় ভক্তিভাবে যেই নিত্য করে পাঠ,
গৌড়ীয় আচার্যগণের লভে আশীর্বাদ।
সবে মিলি করুন তারে শক্তি সঞ্চারন,
বিশ্ব জুড়ি গৌরবাণী করুক প্রচারণ।।

অনুবাদঃ পদ্মমুখ নিমাই দাস

হরিনামের বিষয়ে তোতাপাখির শিক্ষা

যুগাবতার দাস

আমাদের মধ্যে অনেকেই তোতাপাখির মতো হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে। হ্যাঁ, আমরা করি।

তোতাপাখির ন্যায় জপ হৃদয়কেও পরিবর্তন করে না অথবা অত্যন্ত বিপদসংকুল মৃত্যুর সময়ে যখন আমরা এর সবথেকে বেশী প্রয়োজন অনুভব করি যখন আমরা সবথেকে বেশী কৃষ্ণকে স্মরণ করতে চাই তখনও সাহায্য করে না।

কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করতে প্রয়াসী প্রত্যেকটি মানুষের সেইজন্য অন্যতম প্রাথমিক অভ্যাস হওয়া উচিত অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম জপ করা। মানবিকভাবে এবং অকৃত্রিম ভাবে অত্যন্ত মনযোগ সহকারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ আমাদের মৃত্যুর সময় শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সেটিই আমাদেরকে জন্মমৃত্যুর কালচক্র থেকে মুক্ত করে।

দূর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ ভক্তিযোগ অভ্যাসকারীর কাছে মনযোগ সহকারে জপ করা হলো একটি সংগ্রাম। যখন আমরা জপ করি তখন সর্বপ্রকারের প্রাকৃত চিন্তা এবং বস্তু দ্বারা আমাদের মনযোগ বিক্ষিপ্ত হয়। আমরা প্রায়শই দিব্য ধ্বনির উপরে আমাদের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলি। আমাদের জপ তখন একটি একঘেয়ে গুনগুন ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যদিও আমাদের ঠোঁট নড়ছে আমাদের মন পরিপূর্ণভাবে সেই সব চিন্তায় নিরত থাকে যার সঙ্গে ওষ্ঠ নির্গত শব্দের কোন সম্পর্কই নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রকারের জপকে তোতাপাখির জপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোতাপাখিও জপকে অনুকরণ করে। কিন্তু যখন বিড়াল তার ঘাড় ধরে, সে তখন আর হরেকৃষ্ণ বলে না। সে তখন ক্যাঁ! ক্যাঁ! করে। মৃত্যুর সময় নিকটে আসলেও আমাদের হরেকৃষ্ণ নাম জপের সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত। তবেই এটি সফল হবে।' (ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর ওপর বক্তৃতা, বৃন্দাবন, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭২)

তিনটি তোতাপাখির ঘটনার সাহায্যে এই বিষয়টি আসুন আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি।

যান্ত্রিকভাবে জপকারী — একদা এক রাজা খুব তোতাপাখি ভালবাসতেন। ভগবানের দিব্যনাম তোতাপাখিদের শেখানোর জন্য তিনি শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। তাদের অত্যন্ত বাধ্যভাবে জপ করতে দেখে তিনি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতেন এবং কখনো কখনো তার রাজসভার মন্ত্রীকে বলতেন, 'তুমি সবসময় উপদেশ দাও যে, শুধু মানুষই ভগবানের নাম জপ করতে পারে। দ্যাখো, আমার তোতারা মানুষের থেকেও ভাল জপ করতে পারে।' কিন্তু মন্ত্রীটি অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন এবং রাজার সঙ্গে তিনি সহমত হননি। একদিন তিনি স্থির করলেন যে, তিনি তার বক্তব্য প্রমাণ করবেন।

তিনি তোতাপাখিদের খাঁচার চারপাশে খড় রেখে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। যেই আগুন জ্বলতে লাগল তোতাপাখিরা ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। তোতাপাখিদের

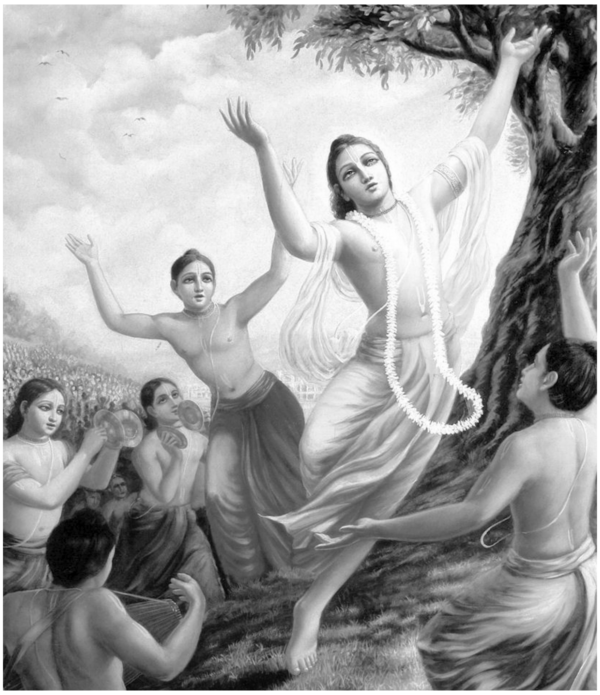

এত ভয় পেতে দেখে রাজা চিৎকার করে বললেন, 'কেন তুমি আমার তোতাদের মারতে চাইছ?' তার মন্ত্রী ধীর স্বরে উত্তর দিলেন, 'হে রাজন, আপনি কি শুনতে পাননি এই তোতাপাখিগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে কি জপ করছিল? আপনি এত যত্ন সহকারে এদের শেখালেও এরা কেউই ভগবানের দিব্যনাম জপ করেনি। এটি প্রমাণ করে যে, তোতাপাখির মতো যান্ত্রিক জপ প্রকৃতপক্ষে আমাদের দিব্যনাম জপের প্রকৃত ফল দেয় না। যখন প্রেম ও ভক্তি সহকারে দিব্যনাম জপ করা হয় তখনই শুধুমাত্র আমরা ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারি। আমাদের ভক্তি এবং শরণাগতির প্রকৃত পরীক্ষা হবে তখনই যদি আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও ভগবানকে ডাকতে পারি।' রাজা ভুল স্বীকার করলেন এবং তাকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করার জন্য মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন।

মূর্খ জপকারী — একজন পাখি বিক্রেতা তার তোতাপাখিকে ভগবানের দিব্যনাম শিখিয়েছিল। কেউ যদি তোতাপাখিটির ডান পা ধরে টানত সে বলত হরে কৃষ্ণ; যদি কেউ তার বাম পা ধরে টানত সে বলত হরে রাম। এই বিশেষ তোতাপাখিটি বিশাল জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিখ্যাত হয়ে গেল। পক্ষি বিক্রেতাটি অতঃপর খুব ভাল দামে পাখিটির দক্ষতায় মুগ্ধ এক অতি ধনী ব্যক্তিকে বিক্রয় করে দিল। লোকটি আশা করেছিল পাখিটিকে দিয়ে তার অতিথিদের মনোরঞ্জন করবে। কিন্তু লোকটি ভাবল, একবারে একটি পা টানার বদলে আমি যদি দুটি পা এক সঙ্গে টানি তাহলে তোতাটি পূর্ণ মহামন্ত্রই জপ করবে। সেটিই কি ভাল হবে না? সুতরাং এক সন্ধ্যায় লোকটি তার গণ্যমান্য অতিথিদের সামনে তোতাটিকে নিয়ে এসে তার দুটি পা ধরে টান দিলেন। তোতাটি চিৎকার করে বলল, 'মূর্খ তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, আমার দুই পা এক সঙ্গে টানলে আমি পড়ে যাবো।'

পাখিটির এই মেজাজে কোন আধ্যাত্মিক উন্নতির চিহ্নও ছিল না। প্রার্থনার অর্থ এবং জপের প্রক্রিয়া সম্যকভাবে বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদের শুধুমাত্র প্রভাবিত এবং আনন্দ করার জন্য দিব্যনাম আমাদের কোন আধ্যাত্মিক ফল দেয় না। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হয়; 'হে ভগবান, হে ভগবানের শক্তি, কৃপা করে আপনাদের প্রেমময় সেবায় আমাকে নিযুক্ত করুন।'

উৎসাহী জপকারী — একদা এক পুরোহিত তার গৃহে দুটি পুরুষ তোতাপাখি রেখেছিলেন। পুরোহিতটি যখন পূজার্চনা করতেন তখন যে সকল মন্ত্র এবং প্রার্থনা তিনি বলতেন ঐ তোতা দুটি সেগুলি অনুকরণ করত। রাস্তার অপর পারে আর একজন পুরোহিত থাকতেন যার দুটি স্ত্রী তোতাপাখি ছিল। এই দুটি তোতা সব সময় খারাপ কথা বলত। দুই দিকের তোতাপাখিগুলি একে অপরকে তাদের জানালা দিয়ে দেখতে পেত।

পবিত্র নাম জপের সময় জড় জাগতিক আসক্তি বজায় রাখা পবিত্র নামের প্রতি অপরাধ বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয় পুরোহিতটি ছিলেন দয়ালু। তিনি ভাবতেন, 'এই পুরুষ তোতাপাখিগুলি খুব পবিত্র তাই সর্বদা ভগবানের নাম

জপ করে। যদি আমার স্ত্রী তোতাপাখিগুলি এদের সঙ্গ করে তাহলে তারাও দিব্যনাম জপ করতে শিখবে।' তাই তিনি তার তোতাপাখি দুটিকে এই পুরুষ তোতাপাখিদের খাঁচার ভিতর রাখলেন। যেই স্ত্রী তোতাপাখি দুটি খাঁচায় প্রবেশ করল, একজন পুরুষ তোতা অপর জনকে বলল, 'এবার জপ বন্ধ করে দাও কারণ আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে!' আমাদের স্মরণ রাখা উচিত কোন জাগতিক বস্তুই আমাদের স্থায়ী সুখ অথবা মনের শান্তি দিতে পারে না। আমাদের অন্তবর্তী পবিত্র আত্মা যা ভগবানের চিন্ময় শক্তির অণু অংশ তা সর্বদা ভগবত সঙ্গের নিত্য আনন্দের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। পবিত্র নাম জপের সময় জড় জাগতিক আসক্তি বজায় রাখা পবিত্র নামের প্রতি অপরাধ বলে মনে করা হয়। শুধুমাত্র ভগবানের সেবা করার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন অভিলাষ আমাদের থাকা উচিত নয়। যেমন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন;

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকি ত্বয়ি।।

হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আমার ধনের অভিলাষ নেই, সুন্দরী স্ত্রীর অভিলাষ নেই, না আমি স্তাবক চাই। আমি শুধু জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমার প্রেমময়ী সেবার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করি। তোতাপাখিটির মতো নয়, ভক্তরা সবকিছুই গভীর বিশ্বাস এবং মনযোগের সঙ্গে করে থাকে। তারা তাদের মেধা ভক্তিযোগ অভ্যাস উপলব্ধিতে প্রয়োগ করে থাকেন এবং সমস্ত হৃদয় দিয়ে তারা ভক্তিপূর্ণ সেবা নিবেদন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ জপের সময় বিভিন্ন অপরাধ না করার জন্য ভক্তদের সর্বদা সতর্ক করতেন। তিনি লিখছেন, অপরাধ শূন্য ভাবে ভগবানের দিব্য নাম জপ হলো চিন্ময় এবং তাই এইরূপ জপই একজনকে পুর্ববর্তী সকল পাপ থেকে মুক্ত করে শুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। এইরূপ অপরাধ শূন্য জপ নির্দেশ করে যে, ভক্ত দিব্যনামের চিন্ময় প্রকৃতিকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং এরূপে ভগবানের নিকট শরণাগত হয়েছে। (ভা ১.১৮.১৯ তাৎপর্য)

কখন তোতাপাখির মতো আচরণ করা উচিত— বলা হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুর বার্তা প্রচার করার সময় ভক্তরা তোতার মতো আচরণ করতে পছন্দ করে, যখন তারা অন্যদের কৃষ্ণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়াস করে। তারা নিজেদের কোন তত্ত্বগঠন

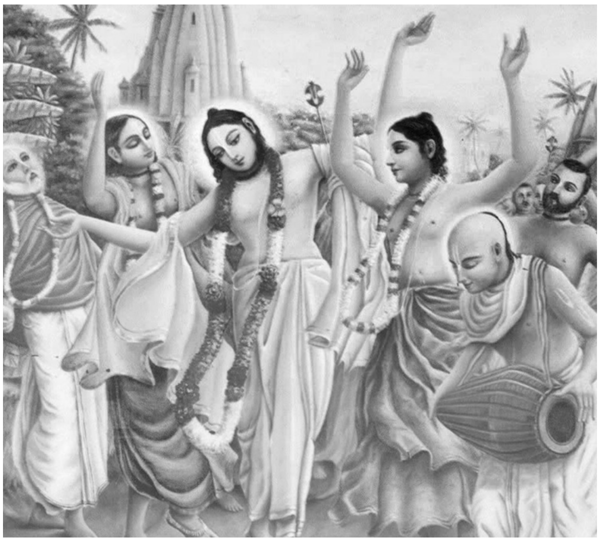

না করে শুধু সেই ভাবনাকে যথারূপে উপস্থাপনা করে। এর মধ্যে কোন নতুনত্ব বা কৃত্রিমতা আনে না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার বলছেন এই রচনা তাঁর নিজের নয়। এটি শ্রীমদনমোহন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাষ্য। আমার রচনা, তিনি বলেন, এটি একটি তোতাপাখির পুনরাবৃত্তি। কিন্তু জপের অন্যান্য পদ্ধতিতে আমাদের মূর্খ তোতাপাখির মতো আচরণ করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে যত্নশীল হওয়া উচিত। রাজা কুলশেখর প্রার্থনা

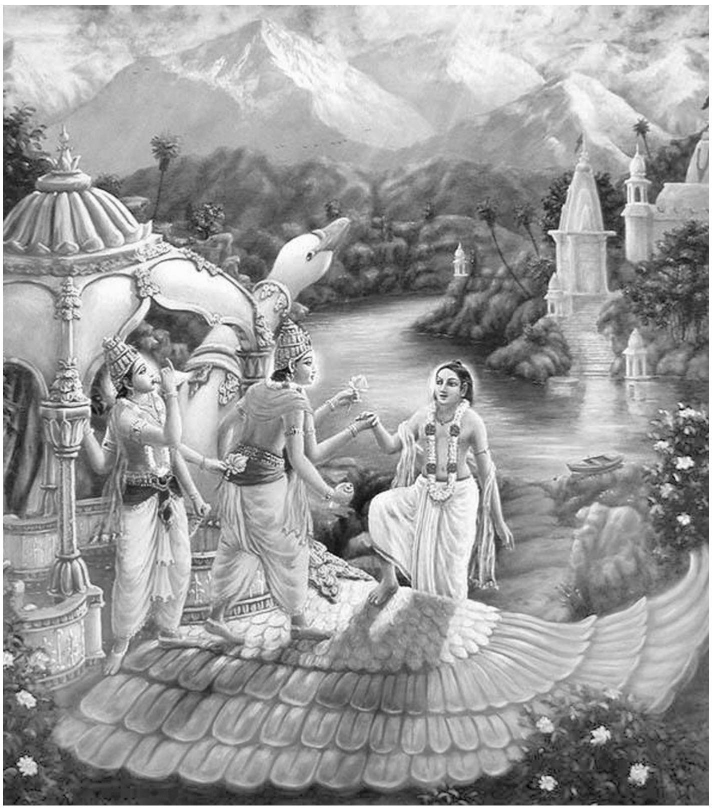

করেছিলেন মৃত্যুর সময় যখন আমার কণ্ঠ বায়ু, পিত্ত, কফে রুদ্ধ হয়ে যাবে তখন কিভাবে তোমাকে স্মরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে? স্বাস্থ্য বজায় থাকাকালীন দিব্য নামের প্রতি প্রেম হৃদয়ে বিকশিত করতে হবে। যদি আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রেম ও ভালবাসার সঙ্গে জপ না করি তাহলে কিছুতেই আমাদের হৃদয়ে তাঁর দিব্য নাম বিকশিত হবে না।

জপ করার সময় তোতাপাখির মতো প্রকৃতিগুলিকে নিরস্ত করতে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। রাজহংস যেমন পদ্মবনের মধ্যে ডুব দিয়ে আনন্দের সন্ধান করে আমাদের মনকেও সেই রূপে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামের মধ্যে প্রেমের সন্ধান করতে হবে। মহারাজা কুলশেখর প্রার্থনা করছেন, 'হে ভগবান, এখন আমি স্বাস্থ্যবান এবং এই ভালো হবে যদি আমি এখনই মৃত্যুবরণ করি যাতে আমার মনের রাজহংস তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রবেশ করতে পারে।'

একটি মনযোগী প্রয়াসের অর্থ সমস্ত দুঃখ এবং স্বপ্ন থেকে মুক্ত হয়ে মন্ত্র শ্রবণের প্রতি নিজেকে সমর্পন করা। পূর্ণ জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পন এবং শরণাগতিই আমাদের একমাত্র অভিলাষ। এইরূপ সাগ্রহ শরণাগতিতেই শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই সাড়া দেন। শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি উপলব্ধি করে তৎক্ষণাৎ আমাদের হৃদয় প্রেম ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যা আমাদের রাজহংসরূপী মন আস্বাদন করে।

যুগাবতার দাস মুম্বাই এর একটি মেডিকেল কলেজের শরীর বিদ্যার সম্মানীয় অধ্যাপক। তিনি বি.টি.জি.-র একজন নিয়মিত লেখক।

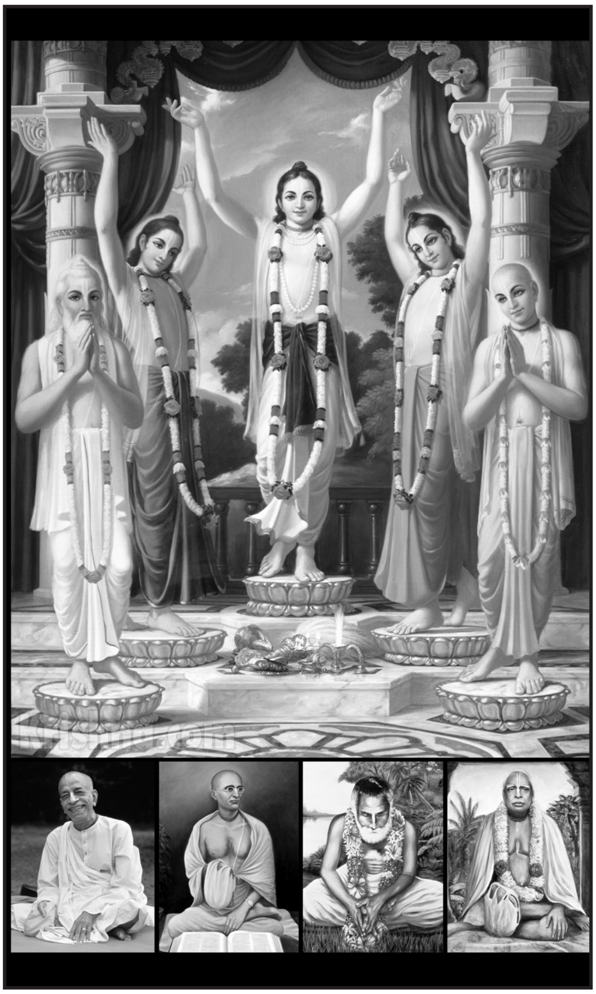

আপনি কি ভগবৎ-দর্শন পাচ্ছেন না ?

পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

(033) 2289 6446
9073791237

btgbengali@gmail.com

ভগবানকে ভালবাসার পন্থা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন।।
(গীতা ৪/৯)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে অর্জুন! যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন এই কথাটি বললেন, কারণ ভগবান জানেন আমার যে জন্ম রহস্য এবং কর্ম রহস্য বোঝা খুবই কঠিন। যদি কোন তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির কাছ হতে না শ্রবণ করবে তা হলে মোহিত হয়ে পড়বে এবং নিন্দা করবে।

এক সময় এলাহাবাদে কুম্ভমেলার সময় প্রশ্ন-উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদকে একজন মাতাজি প্রশ্ন করছেন, 'স্বামীজি! শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে আর ভগবান বিষ্ণুর জন্ম হয়নি — তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি করে ভগবান হলেন?' শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম আমাদের মা-মাসির মতো জন্ম নয়।' তাঁর জন্ম দিব্য — তাই তিনি গীতায় ৪/৯ শ্লোকে 'দিব্য' কথাটি বলেছেন এবং তাঁর জন্ম জানতে হলে 'তত্ত্বতঃ' ব্যক্তির কাছ থেকে জানতে হবে। তাই ভগবান জানেন এই রকম প্রশ্ন আসবে তাই 'তত্ত্বতঃ' শব্দটিও এই শ্লোকে উল্লেখ করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গীতা ঃ ৭/৩ এবং ৪/৩ নম্বর শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন। ভগবান সেখানেও এই 'তত্ত্বতঃ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

জগতে এখনও অনেক অজ্ঞ লোক আছে যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কার্যকলাপ বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে থাকে কেন শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে বধ করলেন? শাস্ত্রে তো স্ত্রীলোককে বধ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে? জগতের মালিক হয়ে কেন তিনি মাখন চুরি করেন? এই রকম বহু প্রশ্ন করে থাকেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি কার্যকলাপ অদ্ভুত, এটি হচ্ছে তাঁর লীলা, সেখান থেকে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারি। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে মারার জন্য পূতনা নারীরূপ ধারণ করে এসেছিল। কি ভাব নিয়ে এসেছিল? মাতৃভাব নিয়ে এসেছিল এবং স্তনদান করার মনোভাব নিয়ে এসেছিল। কিভাবে সে নন্দ মহারাজের গৃহে প্রবেশ করল — সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে হাতে একটি পদ্মফুল নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে। তাই সমস্ত গোপীকারা, এমনকি মা যশোদা ও মা রোহিণীও মোহিত হয়ে গেলেন। তাঁরা ভাবলেন যেন লক্ষ্মীদেবী এসেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শয্যায় শুয়ে থেকে চিন্তা করলেন, যদিও পূতনা মায়ের রূপ ধারণ করে স্তনদান করার ইচ্ছা নিয়ে এসেছে, অন্তরে মাতৃস্নেহ নেই এবং স্তনে কালকুট বিষ মাখিয়ে এসেছে — কিন্তু আমার কাছে তো এসেছে; আমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। তাই আমার কর্তব্য তাকে উদ্ধার করা। আমার প্রণাম মন্ত্রে প্রথমেই আছে, 'হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো' এই নামকে সার্থক করা। তাই তাকে আমি বিশেষভাবে কৃপা করব। তাই যখন পূতনা কাছে এলো তখন কৃষ্ণ চোখ বন্ধ করে ছিল, আর পূতনা তাকে কোলে তুলে নিল এবং দোলাতে দোলাতে একটু আড়ালে গিয়েই স্তনদান করল যাতে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়। শ্রীকৃষ্ণ তার প্রাণবায়ু শুষে নিল, তখন অসহ্য যন্ত্রণায় সে আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে ছেড়ে দাও! বলে বিকট ভাবে আর্তনাদ করতে লাগল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন ভাবতে লাগলেন, 'কেউ যদি আমাকে একবার ধরে তাহলে তাকে কখনও আমি ছুঁড়ে ফেলে দিই না, সেটা আমার ধর্ম নয়। তাই যেহেতু তুমি আমার সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ স্থাপন করেছো, তাই তোমাকে ধাত্রীগতি দান করলাম। গোলোকে গিয়ে আমার মা যশোদাকে সাহায্য করবে।'

শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ প্রভু (বোম্বে চৌপাটি মন্দির) এই লীলা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন — ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই লীলার মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, 'আমার সঙ্গে যদি কেউ সম্বন্ধ স্থাপন করে যেনতেন প্রকারেণ, তা হলে আমি তাকে উদ্ধার করব' — তার প্রমাণ স্বরূপ পূতনা উদ্ধার লীলা। এমন কি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলছেন, (ভাঃ ১০/৬/৪৪) 'যদি কেউ এই লীলা শ্রবণ করেন তা হলে তাঁর ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি পরম আসক্তি লাভ হবে।' শ্রীমৎ রাধাগোবিন্দ মহারাজ বলছেন, 'যদি পূতনা কৃষ্ণকে মারার জন্য কপট ভাব নিয়ে এসেও ধাত্রীগতি লাভ করে থাকে, আর আমরা যদি শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে অনুকূল ভাব নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করে থাকি এবং সেবা করে থাকি তাহলে আমাদের কি গতি হবে চিন্তা করে দেখুন'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সব থেকে রসময় মধুরলীলা। তাই সুরদাসজী একটি গানে ব্যাখ্যা করছেন, একবার শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, 'মা আমার মাখন খুব ভাল লাগে।' এক গোপী আড়ালে দাঁড়িয়ে তা শ্রবণ করে অন্তরে ইচ্ছা করলেন, 'কৃষ্ণ যদি আমার বাড়ীতে আসে আর মাখন খায় তা হলে আমি খুব আনন্দ

পাবো। হে বিধাতা! হে অন্তর্যামী ভগবান! কবে হবে সেদিন যেদিন শ্যামসুন্দর আমার বাড়ীতে এসে মাখন খাবে' — এই মনোরথ করতে করতে বাড়ীতে এসে টাটকা মাখন তৈরী করে শিকায় রেখে দিয়েছে। অন্তর্যামী ভগবান সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাই একা ঐ গোপীর বাড়ীতে চোরের মতো পা টিপে টিপে, নূপুরের আওয়াজ যাতে না হয় — কেউ যাতে দেখতে না পায়, এধার-ওধার তাকিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে মাখন চুরি করে আড়ালে একটি থামের কাছে বসে খেতে শুরু করল। আর ঐ গোপী লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছে। কানাই যেই মুখ তুলে দেখছে কেউ এসে গেছে কিনা — ঐ সময় থামের দিকে চোখ পড়ে গেছে আর দেখছে একটি ছেলে বসে আছে কারণ ঐ থামটিতে মণি লাগানো ছিল। কানাই বলতে শুরু করল, 'হে মিত্র, তুমি গোপীকে কিছু বলো না, তোমাকেও আমি মাখন দিচ্ছি, তুমি চুপ করে খেয়ে নাও!' বলে মাখন নিয়ে থামকে দিচ্ছে আর মাখন পড়ে যাচ্ছে, কানাই বলছে, 'তুমি রাগ করো না বেশি করে দিচ্ছি'— যত দেয় তত পড়ে যায়। তখন কৃষ্ণ খুব রেগে গিয়ে বললো, 'যা বলার তুমি বলে দাও গোপীকে — আমি ভয় পাই না।' আর গোপী ঐ সময় হাসি চেপে রাখতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠলো আর কানাই ওখান থেকে সোজা বাড়িতে পালিয়ে গেল। ঐ গোপী এই দৃশ্য দেখে আনন্দিত হয়ে সকলকে বলতে লাগল আর এই মধুর সংবাদ ব্রজের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। কৃষ্ণ মাখন চুরি করে খায় — সকলেরই মনে এই চিন্তা হলো, কৃষ্ণ কবে আমার বাড়ীতে চুরি করতে আসবে। তাই কৃষ্ণ সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য মাখন চুরি লীলা করলেন।

একবার কৃষ্ণ তাঁর দলবল নিয়ে এক গোপীর বাড়ীতে গিয়ে চারিদিকে মাখন ছড়িয়ে মটকাগুলি ভেঙ্গে পালিয়ে এসেছে — সেই কথা যখন এসে মা যশোদাকে বললেন, তখন মা যশোদা ঐ গোপীকে বললেন, 'আমার কানাইকে হাতেনাতে ধরে নিয়ে এলে বিশ্বাস করব।' গোপী তখন বুদ্ধি করে সব জায়গায় ঘন্টা বেঁধে রেখেছে। কানাই তার সখাদের বললেন, 'আমি ঈশারা করলে চলে আসবে।' কৃষ্ণ সকল ঘন্টাকে স্তুতি করে বললেন, 'তোমরা বাজবে না। গোপী গোয়াল ঘরে কাজে ব্যস্ত। সে জানে ঘন্টার আওয়াজ পেলেই ছুটে যাব।' কৃষ্ণ ঈশারা করতেই সকলকে মাখন খাওয়াতে শুরু করলেন। কিন্তু সখারা যখন খাচ্ছে না তখন কৃষ্ণ নিজে খেয়ে দেখতে লাগলেন মাখনটা বাসি না টাটকা। সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টা বেজে উঠল। কৃষ্ণ বললেন, 'হে ঘন্টা! তোমরা বেজে উঠলে কেন?' ঘন্টা উত্তর দিল, 'প্রভু, আপনি শাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন, যখনই ভোগ লাগাবে তখনই ঘন্টা বাজাবে। তাই প্রভু আপনার ভোগ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলাম'। গোপী ছুটে চলে এল কৃষ্ণকে ধরবে বলে, আর এসে দেখে কোন পাত্রেই মাখন নাই, উপরন্তু চারিদিকে মাখন পড়ে আছে। সমস্ত সখারা হো হো করে হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল।

একবার এক গোপী কৃষ্ণ তার বাড়ীতে প্রবেশ করেছে দেখেই লুকিয়ে পড়েছে — আর কৃষ্ণ যখনই মাখনের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরেছে, 'আজ তোর মায়ের কাছে নিয়ে যাব।' কৃষ্ণ বললেন, 'সে তো ভাল কথা, কিন্তু আমার কথা শোন ...' গোপী বললেন, 'তোর কথা শুনলেই, তুই হাসিয়ে দিবি, আর পালিয়ে যাবি।' কৃষ্ণ বললেন, 'তুমি খুব শক্ত করে ধর আমায়, যাতে আমি পালিয়ে না যাই।' গোপী শক্ত করে ধরে কানাইয়ের কথা শুনতে শুরু করল। কানাই বললেন, 'এক বাছুরের সঙ্গে আমার আজ তর্ক-বিতর্ক হলো। সে বলল, আমি মায়ের দুধ বেশি পান করেছি। আমি বললাম, আমি বেশি দুধ পান করেছি, তা কি ভাবে প্রমাণ হবে — দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রমাণ হবে — তাই দৌড়াতে দৌড়াতে বাছুর এসে তোমার ঐ মাখনের হাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো, আর আমি তাকে এসে ধরে ফেললাম।' গোপী বললো, 'কানাই তুমি শুধু চোর নও — মিথ্যাবাদীও বটে।' কানাই বললেন, 'তুমি বিশ্বাস করছো না! দেখবে আমি দেখাবো, তুমি শক্ত করে হাতটা ধরে রাখ আর আমি হাতটি দেখাচ্ছি।' গোপী দেখলো সত্যি একটা সুন্দর মার্বেলের তৈরী বাছুর। গোপী হাসতে হাসতে বললো, 'কানাই তোমাকে কেউ ঠকাতে পারবে না।'

সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্য ভগবানকে ভালবাসা। কলি কালে যদি কেউ ভগবানের পবিত্র নাম করেন তাহলে ভগবান বেশি খুশি হন এবং ভগবানকে ভালবাসা হয়ে যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু সুন্দর সুন্দর লীলা আছে যা শ্রবণ করলে হৃদয় নির্মল ও পবিত্র হয়। শ্রীল প্রভুপাদ একটি প্রবচনে বলেছেন, 'সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্য ভগবানকে ভালবাসা।' আর শ্রীমহাপ্রভু বলেছেন, 'কলি কালে যদি কেউ ভগবানের পবিত্র নাম করেন তাহলে ভগবান বেশি খুশি হন এবং ভগবানকে ভালবাসা হয়ে যায়।' *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।*

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। এই বৎসর শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

পাপ কিছু দেয় না

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, 'Crime does not pay', অর্থাৎ পাপ কিছু দেয় না। কিছুদিন আগে নবদ্বীপের একটি ঘটনা তার প্রমাণ। ঘটনাটি মাস দুয়েক আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিচে তা সংক্ষেপে বলা হল।

এক মহিলা পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ল। একদিন মহিলার স্বামী যখন কাজের উদ্দেশ্যে বাইরে গেলেন, চরিত্রহীন পুরুষটি তখন ঐ দুষ্ট মহিলার বাড়িতে গেল। সেদিন হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিতভাবে মহিলার স্বামী অসময়ে বাড়িতে এসে উঠলেন। তিনি যখন দরজার কড়া নাড়লেন, মহিলা ভয় পেয়ে পরপুরুষটিকে পাশের ঘরে লুকিয়ে দরজা খুললেন। স্বামীর কিছুটা সন্দেহ হল। তিনি বিশ্রাম নেওয়ার ভান করে শুয়ে পড়লেন এবং সবকিছু নজর রাখলেন। মহিলা ধীরে ধীরে দরজা খুলে পাশের ঘরে গিয়ে যখন পরপুরুষটিকে বের হতে বললেন, স্বামী বিছানা থেকে উঠে হাতে নাতে তাকে ধরে ফেললেন। পাপাত্মা পুরুষটি থতমত খেয়ে মহিলার স্বামীকে চেপে ধরল। মহিলাটি একটি ধারালো ছুরি দিয়ে তার স্বামীর শ্বাসনালী কেটে দিল। স্বামীর মৃত্যু হল। মহিলা থানায় ফোন করে জানাল যে, ডাকাতরা তার স্বামীকে খুন করে পালিয়ে গেছে। পুলিশ তদন্ত করতে করতে অবশেষে সেই পরপুরুষটিকে বন্দী করলেন। পরপুরুষটি আসল ঘটনা সব ফাঁস করে দিল। মহিলা বলল যে, আমার প্রেমিকই আমার স্বামীর শ্বাসনালী কেটে দিয়েছে। আর প্রেমিক বলছে যে, ওই মহিলাই তার স্বামীর গলা কেটেছে। পুলিশের জেরার মুখে এখন বিপথগামী এই পুরুষ ও মহিলা দুজনেই দুজনের শত্রু হয়ে গেল। দুষ্ট মহিলা এখন স্বামীও হারাল, পরপুরুষও হারাল। কমপক্ষে তাদের দুজনকেই এখন বছরের পর বছর জেল ভোগ করতে হবে।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে অবৈধ যৌনসঙ্গ কী মারাত্মক! এই অবৈধ সঙ্গেরই ফলশ্রুতি হচ্ছে —

১। অগ্নিগর্ভ পারিবারিক কলহ।
২। বিবাহ বিচ্ছেদ।
৩। আত্মহত্যা।
৪। খুন।
৫। সন্তানের সার্বিক ক্ষতি।
৬। স্বাস্থ্যহানি।
৭। চরিত্রহীনদের সময় সময় গণপিটুনি খেতে হয়।
৮। সুদীর্ঘকাল জেল খাটতে হয়।
৯। মারপিট, নির্যাতন ইত্যাদির কারণ।
১০। গ্রাম ছাড়া, গৃহ ছাড়া হতে হয়।
১১। অধিকাংশ দৈহিক ও মানসিক রোগের কারণ।

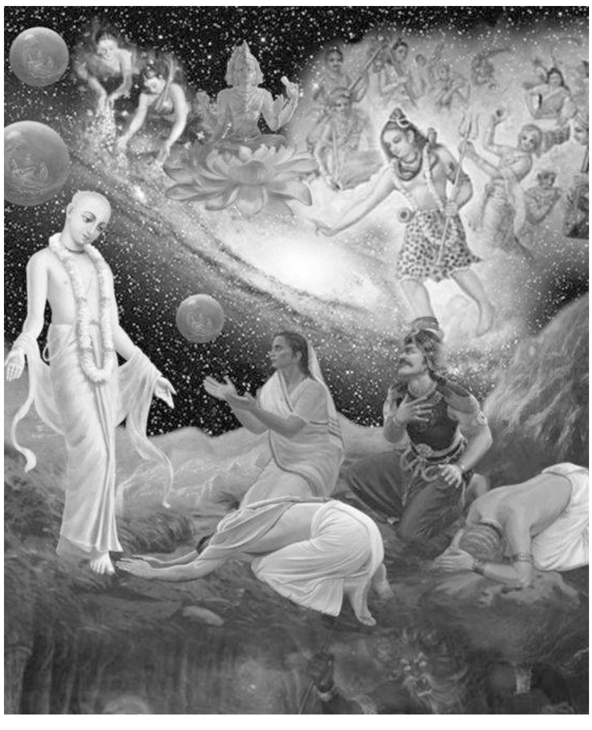

১২। দুরারোগ্য যৌন ব্যাধি ভোগ করতে হয়।
১৩। প্রচুর অর্থের অপচয় ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে,

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কন্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কন্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ।।

যাদের জীবন মৈথুন সুখকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তারা গৃহস্থ নয়, গৃহমেধি। যৌন জীবন হচ্ছে একপ্রকার চুলকানির মতো। চুলকাতে চুলকাতে রক্ত বেরিয়ে আসে, তবুও চুলকানি বন্ধ হয় না। সারা জীবনভর যৌন সুখভোগ করার পর দন্তহীন পক্বকেশ বৃদ্ধও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তৃপ্তি কখনোই আসে না। শুধু দুঃখের পর দুঃখই আসে। তাই ধীর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই যৌন আবেগকে সহ্য করেন। (ভাঃ ৭/৯/৪৫)

বাজারে যখন জিলিপি বিক্রি হয়, তখন বাজারে বিচরণকারী গরু মুখ বাড়িয়ে দু-চারটা জিলিপি খেতে চায়। কিন্তু জিলিপি প্রেমিক কোন সভ্য মানুষ পকেটে পয়সা না থাকলে গরুর মতো জিলিপি খায় না। ইচ্ছা দমনের এই গুণটিকেই বলা হয় সহিষ্ণুতা বা সহ্যশক্তি। যার সহ্যশক্তি যত বেশী সে তত মানুষ। না হলে সে গরু, ভেড়া বা নরপশু (দ্বিপদ পশু) মাত্র।

আগুনে ঘি ঢাললে আগুন শুধু বাড়ে। ঠিক তেমনি পাপে পাপ বাড়ে। যে জীবনে ধূমপান করেনি, তার পক্ষে ধূমপানের আকর্ষণ ত্যাগ করা সহজ। সুতরাং ভোগ করলে ত্যাগ আসবে সূত্রটি ভুল। বরং যত ভোগ তত আসক্তি। ধূমপান বেশী করলেই ধূমপানে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘকাল মদ্যপান করলেই মদে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘকাল যৌন উপভোগ মানুষের যৌন ভোগবাসনা কমায় না, বরং বৃদ্ধি করে। গাধারা মানুক আর নাই মানুক।

ত্রিপুরার এক ইংলিশ মিডিয়াম সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক এখন জেল খাটছেন। তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন এবং তার সন্তানেরা এখন অনাথ। কারণ হচ্ছে এই অবৈধ সঙ্গ। এমনও সংসার আছে, যেখানে কোনও অর্থনৈতিক অনটন নেই, কিন্তু হঠাৎ করে গৃহস্বামী পুলিশের ভয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কারণ এই অবৈধ সঙ্গ। কয়েক বছর আগে সঞ্জয়ের যে ফাঁসি হল তার মূল কারণ ছিল অবৈধ সঙ্গ।

ভাগবতে যাকে বহুদুঃখভাজঃ (ভা ঃ ৭/৯/৪৫) বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা যে কত বড় ধ্রুব সত্য, তা বুদ্ধিমান মানুষের বুঝতে বাকি নেই। অথচ বর্তমান যুগের টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মোবাইল, পত্র-পত্রিকা সবই যেন এক জোটে কোমর বেঁধে এই বহু দুঃখ ও সমস্যার মূল কারণকেই ইন্ধন জোগাচ্ছে। পাগল রাজার দেশে ছাগলের গণতন্ত্র তাই ব্যর্থ। ইসকনে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ নিষিদ্ধ, নেশা, জুয়া এবং বীর্য থেকে উৎপন্ন খাবার নিষিদ্ধ। এছাড়াও যে কোন উত্তেজক খাবার যেমন পেঁয়াজ, রসুন, মাশরুম ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

সর্বত্র যখন বৃষ্টি হয় মানুষ তখন ছাতার নিচে আশ্রয় নিতে পারে। সমস্ত আকাশ ঢাকা সম্ভব নয়। সর্বত্র যখন পাপের বৃষ্টি হচ্ছে মানুষ তখন ইসকনের ছাতায় আশ্রয় নিতে পারে। অন্যথায় ক্রমে ক্রমে জীবন এবং সমাজ দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া পাপের আর কোনও স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস দীর্ঘ ৩১ বৎসর যাবৎ ইসকনের বিভিন্ন সেবায় যুক্ত আছেন। তিনি বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্র নিয়ে পি. এইচ. ডি. করেছেন। প্রথম দিকে তিনি বিবিটি'র সেবায় যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মায়াপুর ভক্তিবেদান্ত ন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ।

রূপ গোস্বামী — কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের পথপ্রদর্শক

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

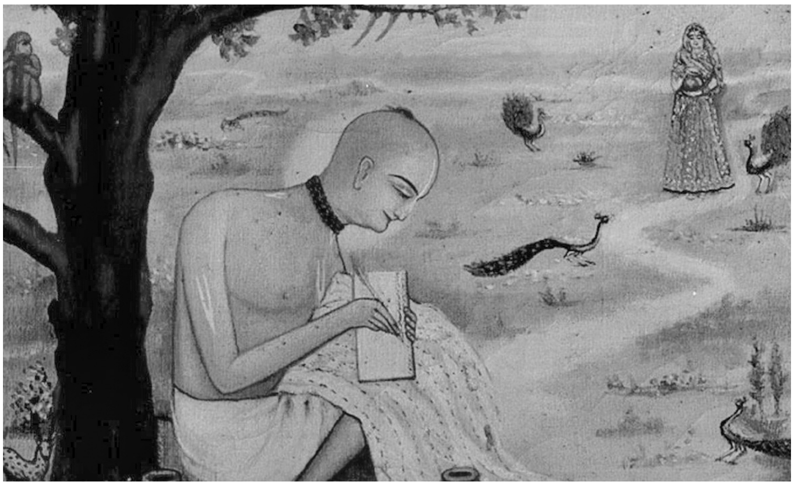

যখন শ্রীচৈতন্যদেব রূপ গোস্বামীকে বর্ণনা করতে বলেন কিভাবে একজন নিজেকে সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে পারেন তখন রূপ গোস্বামী বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর কাব্য থেকে আবৃত্তি করেন, 'আমি জানিনা এই দুই অক্ষর কৃষ-ণ কি পরিমাণ অমৃত উৎপাদন করে। যখন কৃষ্ণের এই পবিত্র নাম জপ করা হয়, প্রতিভাত হয় যেন নামটি মুখের মধ্যে নৃত্য করছে ... যখন হৃদয় প্রাঙ্গণে এই পবিত্র নাম নৃত্য করে, এটি মনের সমস্ত কার্যের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে সকল ইন্দ্রিয় জড় ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।'

দিনটি ছিল ঐতিহাসিক। সার্বভৌম ভট্টাচার্য সমস্ত দার্শনিকদের মধ্যে সর্বোত্তম, রামানন্দ রায় — রাধাকৃষ্ণের প্রেমের চিন্ময় মাধুর্য রসের ব্যাখ্যার প্রামানিক আচার্য, স্বরূপ দামোদর গোস্বামী— বৈষ্ণব টীকা গ্রন্থের মহান পন্ডিত, হরিদাস ঠাকুর — ভগবানের দিব্য নাম জপের সর্বোত্তম প্রামাণিক পার্ষদরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে রূপ গোস্বামীর লেখা গ্রন্থের পরীক্ষণ হেতু জগন্নাথ পুরীতে হরিদাস ঠাকুরের ভজন কুটিরের সামনে একত্রিত হয়েছিলেন।

এই সমস্ত পন্ডিত প্রবরগণ অনেক দার্শনিক প্রশ্ন উপস্থাপন করছিলেন এবং রূপ গোস্বামী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেগুলির উত্তর দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীর দক্ষতায় অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন কিন্তু আপাত বিমর্ষ হয়েছিলেন যখন রূপ গোস্বামী একটি কবিতায় আবৃত্তি করলেন, 'চন্দ্রপ্রতিম পরমেশ্বর ভগবান, যিনি শচীপুত্ররূপে পরিচিত, তাঁর প্রেমভক্তি বিতরণ হেতু পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন' (চৈ. চ. অন্ত্য ১.১৭৭)। শ্রীচৈতন্যদেব প্রতিবাদ করে বললেন, 'কেন তুমি আমার সম্বন্ধে এরূপ মিথ্যা স্তব লিখেছ? এটি যেন এক বিন্দু বিস্বাদ ক্ষার।' কিন্তু এই কবিতাটি উপস্থিত সকল ভক্তদের আনন্দ প্রদান করেছিল। শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেন, 'এটি কখনোই ক্ষার নয়। এটি একখন্ড কর্পূর যা তিনি তার মহিমাময় কাব্যিক প্রকাশের অমৃততে রেখেছেন।' (চৈ. চ. অন্ত্য ১.১৮০)

প্রত্যেকে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্বোচ্চ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং সেইজন্যই তাঁর রচনাগুলি অমৃতপূর্ণ যা পাঠকের হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিকশিত করতে সক্ষম।

রূপ গোস্বামী অবশ্যই অসাধারণ কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁদের শক্তি প্রদান করেছিলেন যাতে তাঁরা নবাব হুসেন শাহের অত্যাচারী শাসন থেকে মুক্ত হতে পারেন যেখানে তারা পূর্বে কর্মচারী ছিলেন।

রূপ গোস্বামী নবাব হুসেন শাহের জন্য কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন

শ্রীল রূপ গোস্বামী নবাব হুসেন শাহের রাজত্বে এক উচ্চপদস্থ মন্ত্রী ছিলেন। রূপ গোস্বামী, তাঁর ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী এবং অনুপম এই পদ গ্রহণ করেছিলেন যাতে তাঁরা সকল ভক্তকে নৃশংস সরকারী অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা এই অত্যাচারী শাসকের কবল থেকে বেরিয়ে ভক্তিজীবন যাপন করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে তাঁদের মুক্ত করার প্রার্থনা জানিয়ে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে অসংখ্য পত্র লিখেছেন এবং অবশেষে একদিন তাঁরা উত্তর পেলেন। পত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের ধৈর্য ধরে মুক্তি পাবার সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একদিন রামকেলী পৌছলেন। তিনভাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করলেন। মহাপ্রভু তাঁদের

আলিঙ্গন করলেন, এমন প্রতীত হলো যেন তাঁরা তাঁদের প্রার্থনার উত্তর পেলেন। তাঁরা আনন্দে আপ্লুত হলেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব রূপ গোস্বামীকে রক্ষা করলেন এবং নির্দেশ দিলেন

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামকেলী থেকে বৃন্দাবন গেলেন, শ্রীল রূপ গোস্বামীও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে নিয়ে রামকেলী থেকে বৃন্দাবনে এলেন। দুইভাই পুনরায় প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন পেলেন। মহাপ্রভুও তাঁদের দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে চিন্ময় জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। এইরূপে সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। দশদিন ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে নির্দেশ দান করেছিলেন এবং সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বিতরণের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী প্রদান করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে ঃ

প্রকাশিত শাস্ত্রসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খনরূপে অধ্যয়ন করা, তাদের সারবস্তু নিষ্কাশিত করা এবং চিন্ময় শাস্ত্র রচনা করা।

শ্রীবৃন্দাবনের যে সকল স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাস করেছেন সেই সকল স্থান আবিষ্কার করা যাতে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সেখানে এসে পবিত্র ধামে আশ্রয় নিতে পারে।

সুন্দর মন্দির স্থাপন করে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র পৃথিবীকে বিগ্রহ অর্চনার সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দান।

ভক্তিযোগের পদ্ধতির প্রচার।

রূপ গোস্বামী পুনরায় মহাপ্রভুর সঙ্গে পুরীতে মিলিত হয়েছিলেন যেখানে তাঁর গ্রন্থ মহাপ্রভু এবং উপরিবর্ণিত পার্ষদরা পরীক্ষা করেছিলেন। পুরীতে মহান আচার্যদের সভায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রত্যেককে অনুরোধ করেছিলেন রূপ গোস্বামীকে তাঁদের আশির্বাদ দিতে যাতে তিনি বেদের সঠিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং প্রতিটি হৃদয়কে কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত করতে পারেন।

রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের সর্বোচ্চ চিন্ময় মহিমাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

বৃন্দাবনে তিনি ভগবানের পবিত্র নামজপে পরিপূর্ণ রূপে নিমগ্ন থাকতেন, অপ্রাকৃত শাস্ত্র রচনা করতেন এবং কৃষ্ণের লীলা বিলাস স্থলগুলিকে আবিষ্কার করতেন এবং তিনি বহুসংখ্যক কৃষ্ণের লীলা বিলাসের স্থল আবিষ্কার করেছিলেন। কৃষ্ণের প্রপৌত্র ব্রজনাভের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দদেবের বিগ্রহটিকেও খুঁজে বার করেছিলেন।

বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর কোন নির্দিষ্ট আবাসস্থল ছিল না। প্রতিদিন তিনি পৃথক পৃথক বৃক্ষের নিচে শয়ন করতেন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন এবং অপ্রাকৃত শাস্ত্র রচনায় পরিপূর্ণভাবে নিমগ্ন ছিলেন ও কৃষ্ণনাম জপে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি সর্বাধিক দেড়ঘন্টা নিদ্রা যাপন করতেন। তিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা ভূমিগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন। যখন শ্রীল রূপ গোস্বামী এই জগত থেকে অপ্রকট হন তখন তাঁর শিষ্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বৃন্দাবনের রাধা দামোদর মন্দিরের প্রাঙ্গনে যেখানে রূপ গোস্বামী ভজন করতেন এবং বৃন্দাবনের অন্যান্য গোস্বামীগণের সঙ্গে অপ্রাকৃত বিষয়ের ওপর শিক্ষা দিতেন সেখানে তাঁর সমাধি স্থাপিত করেন। দামোদরের শ্রীবিগ্রহ রূপ গোস্বামী স্বয়ং স্বহস্ত নির্মিত। তিনি এই বিগ্রহের অর্চনা করতেন এবং শ্রীল জীব গোস্বামীকে এই বিগ্রহ অর্চনার নিমিত্ত প্রদান করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর ভাবধারাকে প্রচার এবং প্রসারিত করেছেন

পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ রাধাদামোদর মন্দিরে ছয় বৎসর অবস্থান করেছিলেন। তাঁর মতে এটি তাঁর অবস্থানের পক্ষে উপযুক্ত স্থান ছিল কারণ এখানেই শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীল রূপ গোস্বামীর সমাধি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাধা দামোদর মন্দিরে অবস্থান কালীন শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ শ্রীল রূপ গোস্বামীর সমাধি মন্দিরে যেতেন এবং আকুল ভাবে তাঁর আশির্বাদ প্রার্থনা করতেন। ১৯৬৫ সালে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শ্রীমদ্ভাগতের প্রথম স্কন্ধ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই গ্রন্থটিকে তৎকালীন প্রথমসারির শিক্ষাবিদগণ, আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছিল। শ্রীল প্রভুপাদ কিছু ভক্তের কাছে এই গোপন রহস্যটি প্রকাশ করেছিলেন যে, রূপ গোস্বামী স্বয়ং তাঁর নিকট আবির্ভূত হয়ে পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য তাঁর আশির্বাদ প্রদান করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভাবনামৃত শব্দটি যা প্রভুপাদ ব্যবহার করেছিলেন সেটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত পদাবলীর একটি শব্দগুচ্ছ কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা থেকে নেওয়া যার অর্থ হলো 'কৃষ্ণের সেবা ভক্তির রসে নিমগ্ন হয়ে থাকা।'

প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভাবনামৃত শব্দটি যা প্রভুপাদ ব্যবহার করেছিলেন সেটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত পদাবলীর একটি শব্দগুচ্ছ কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা থেকে নেওয়া যার অর্থ হলো 'কৃষ্ণের সেবা ভক্তির রসে নিমগ্ন হয়ে থাকা।' শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভাবধারাকে প্রচার ও প্রসার করেন এবং সমগ্র পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন, 'আমরা রূপানুগ', আমরা রূপ গোস্বামীর অনুগামী।

পুরুষোত্তম নিতাই দাস কোলকাতা ইসকন ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই.বি.এম -এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রাহক নবীকরণ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

হরেকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ গ্রহণ করুন। মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন'/পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার আপনি একজন গ্রাহক। আপনার গ্রাহক পদের মেয়াদ কি শেষ হয়ে গেছে বা বর্তমান / আগামী সংখ্যায় শেষ হচ্ছে? সেটি জানতে লক্ষ্য করুন —

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' পত্রিকার খামে যেখানে আপনার নাম, ঠিকানা রয়েছে তাতে আপনার গ্রাহক নম্বরের পাশেই পত্রিকার গ্রাহক মেয়াদ কবে শেষ হবে বা শেষ হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে — যেমন, BDM-14225, Ex-40(07)-41(06)-এর অর্থ হল আপনার গ্রাহক নম্বর BDM-14225 এবং ৪০ বর্ষ ৭ম সংখ্যায় আপনার গ্রাহক মেয়াদ শুরু হয়েছে এবং ৪১ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে দেখে নিন কবে গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তির নিচের দিকে লক্ষ্য রাখুন কোন্ সংখ্যাটি আপনার পত্রিকার মেয়াদের শেষ সংখ্যা।

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ১০০ (একশ) টাকা এবং পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা। আপনি মানি-অর্ডার করে উক্ত টাকা পাঠিয়ে পুনরায় এক বা একাধিক বছরের জন্য আপনার গ্রাহক পদে স্থিত থেকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় নিয়োজিত থাকুন। আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে বড় অক্ষরে লিখবেন এবং আপনার পোস্টাল পিন কোড উল্লেখ করবেন।

বিঃদ্রঃ - মানি-অর্ডার ফর্মের শেষ অংশে আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, পোস্টাল পিন কোড লিখুন এবং আপনার গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করুন। হরেকৃষ্ণ !

গ্রাহক ভিক্ষা পাঠানোর ঠিকানা ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-৭৪১৩১৩
ফোন ঃ ০৩৪৭২-২৪৫২১৭, ২৪৫২৪৫

যাদের গ্রাহকপদ নবীকরণ করা হয়েছে, তাদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রযোজ্য নয়।

বুক পোস্টে ভগবৎ-দর্শন ও হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার পত্রিকার গ্রাহক-ভিক্ষা	ক্যুরিয়ার সার্ভিস যোগে পত্রিকা দুটির গ্রাহক-ভিক্ষা	রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পত্রিকা দুটির গ্রাহক-ভিক্ষা
১ বছরের জন্য ঃ ১৫০ টাকা	১ বছরের জন্য ঃ ৩০০ টাকা	২৮০ টাকা (এক মাস অন্তর)
৫ বছরের জন্য ঃ ৬৭৫ টাকা	১ বছরের জন্য ঃ ৪৯০ টাকা	৪২০ টাকা (প্রতি মাসে)
১০ বছরের জন্য ঃ ১৩০০ টাকা	পশ্চিমবঙ্গের বাইরে	

আগামী সংখ্যা শেষ সংখ্যা, নবায়নের জন্য ভিক্ষা পাঠান।

এটিই শেষ সংখ্যা, অবিলম্বে নবায়নের জন্য ভিক্ষা পাঠান।

আপনার ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী বিনিময় করুন। আপনার জীবনের মহত্বপূর্ণ দর্শনচিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

আপনার লেখা প্রবন্ধ, কবিতা ও চিঠি আমাদের ই-মেল করুন

ভগবৎ-দর্শনের জন্য লিখুন

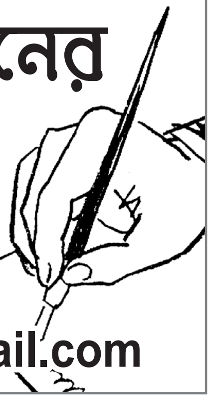

btgbengali@gmail.com

পি-পু ফি-শো

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প হতে গৃহীত

আলস্য — জীবনের অগ্রগতির পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক। আমরা প্রায়ই দেখি মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি অলস হয়। তারা এটিকে অর্থহীন এবং অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি এই আলস্য নেতিবাচক চিত্তবিক্ষেপ ঘটায় এবং এইরূপে জীবনের সামগ্রিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

দুই অলসের মধ্যে একজন তার পিঠে তাপ অনুভব করতে পারলো কিন্তু উঠে পড়ার বোধ করল না। যখন আগুনের তাপ অসহ্য হয়ে পড়ল, তখনো প্রথম অলস ব্যক্তি তার কক্ষ সঙ্গীকে সাবধান করার কষ্টটুকুও করল না।

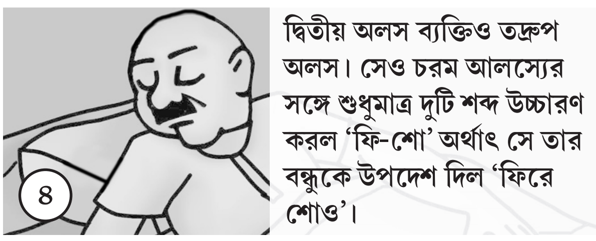

তখন আগুন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর আকার ধারণ করেছে।

যেহেতু তারা এইভাবেই অলসভাবে সময় পার করছিল, তাই তারা ঐ জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মারা গেল।

তাৎপর্য ঃ যারা ভগবান শ্রীহরির সেবা অভ্যাসের জন্য আশ্রমিক হওয়ার ভান করে আর যদি কেউ ভগবানের নিত্য সেবায়, গুরুদেবের নিত্যসেবায় এবং বৈষ্ণবের নিত্যসেবায় অলস হয়ে পড়ে তারা সহজেই মায়ার কবলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে এই একই পরিণতি হয়। তাই যে নিজেকে ভগবানের সেবায় একবার নিয়োজিত করেছে তার ভগবৎ সেবায় কখনোই অলস হওয়া উচিত নয়।

ননীচোর

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

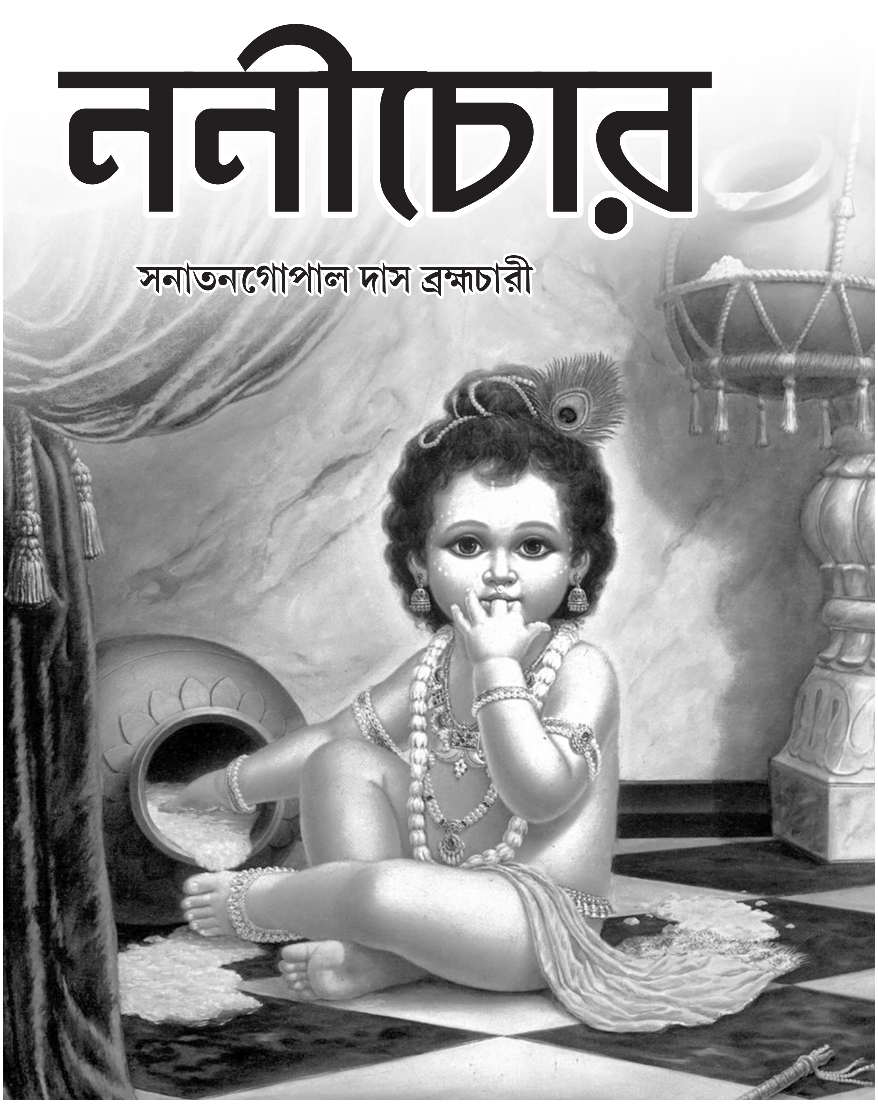

একদিন ছোট্ট বালক কৃষ্ণ অন্যান্য সাথী বালকদের সাথে খেলা করতে করতে কাছেই পাড়ার একটি চৌমাথায় এসে বসেছিল। সাথী বালকেরা এদিক ওদিক চলে গেল। কৃষ্ণ কাঁদতে লাগল। যশোদারানী পুত্রের খোঁজে সেখানে এলেন। জিগ্যেস করলেন, তোমাকে আমি ডাকাডাকি করছি, তোমাকে সারা জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি কিনা এখানে বসে আছো! তবে এখন এখানে বসে কাঁদছো কেন? কৃষ্ণ বলে, সবাই আমাকে একাকী রেখে পালিয়েছে। মা বলেন, সবাই যখন পালিয়েছে, তবে তুমি কেন বসে আছো, তুমি ঘরে পালাওনি কেন? কৃষ্ণ বলে, ঘর কোন্ দিকে? মা বলেন, ও তুমি ঘর কোন্ দিকে সেটাও জানো না?

অন্যান্য মায়েরা সেখানে এসে পৌঁছলে মা যশোদা বললেন, দেখো আমার পুত্রকে, সে ঘর থেকে খেলা করতে করতে এইটুকু এসেছে, এখন সে তার ঘর কোন্ দিকে জানে না, তাই বসে বসে কান্না করছে। সেই কথা শুনে অন্য মায়েরা কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন। মা যশোদা কোনও কর্মে ব্যস্ত হলেন। অন্য মায়েরা তখন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, বলো কৃষ্ণ, তোমার ঘর কোন্ দিকে? কৃষ্ণ বলে, আমার ঘর সব দিকে।

— তোমার ঘর সব দিকে?

— হ্যাঁ, আমার ঘর সব দিকে।

— ওই দিকে কি তোমার ঘর?

— হ্যাঁ।

অন্য এক মাতাজী বললেন, কৃষ্ণ তুমি সবলোকের ঘরে ঢুকে ননী চুরি করো। তাই না? তুমি চোর কি না?

কৃষ্ণ বলল, না, আমি চোর নই। সব ননী আমার। সব গাভী আমার। সব ঘর আমার।

অন্য এক মাতাজী বলে, বাঃ রে! আমাদের ঘরে ননীহাঁড়ি কে ভেঙেছিল? কৃষ্ণ বলল, সব ননীহাঁড়ি আমার।

— আচ্ছা! সব ঘর, সব হাঁড়ি, সব ননী, সব গাভী তোমার। তাই যদি হয়, তবে যাও চলে যাও, এখন তোমার ঘরে গিয়ে ননী খাও, এখানে বসে কাঁদছিলে কেন?

কৃষ্ণ তখন সেই মাতাজীর কথা শুনে তারই ঘরের দিকে দৌড়াল। মাতাজী দেখলেন বালকটি তো ঘরের ভেতর ঢুকেছে এখন দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকি, তাকে ধরে বেঁধে রাখব। কিন্তু ঘরের বাইরে দেখতে পেল মা যশোদা তাকে কোলে নিয়ে চলেছে। — একি! তবে ঘরের ভেতরে কে ঢুকল? বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখলেন ননী খেয়ে কে পালিয়েছে। কোন্ দিক দিয়ে পালালো? মাতাজী কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না। তিনি আপনমনে বলতে লাগলেন, আমি তো ভাবছিলাম, ঘরের ভেতরে এক চোর ঢুকেছে, এবার যশোদাকে জানিয়ে দিয়ে মজা করি। কিন্তু চোরের তো হদিশই নেই, যশোদার কোলে দিব্যি ঘুম ঘুম চোখে কৃষ্ণ ঢুলে পড়েছে।

সেই মাতাজী অন্য মাতাজীর কাছে গিয়ে বলে, কি হলো ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম না। দ্বিতীয় মাতাজী তখন বলে, তাকে চোর বলে কি লাভ? সে তো বারবার বলছে সব ঘরবাড়ী তারই। সেই জন্য তুমি বুঝতেই পারবেনা সে কিভাবে কখন ঘরে ঢুকেছে, কখন কিভাবে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

অন্যদিন বালক কৃষ্ণ গোকুলের একটি বাড়ির ভেতরে অন্যান্য সাথী বালকদের সঙ্গে ননী খেতে ঢুকেছিল। শিকা থেকে হাঁড়ি পড়ে যাওয়ার শব্দ হতে কৃষ্ণ ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড় দিতে লাগল। সেই ঘরের এক মাতাজী লাফিয়ে পড়ে কৃষ্ণকে ধরে ফেলল। কৃষ্ণকে শাড়ির আঁচল দিয়ে বেঁধে সে যশোদাভবনে এল। উচ্চস্বরে বলতে লাগল, ও নন্দরানী! ঘর থেকে বেরিয়ে এসো। একটা পাকা চোরকে আমি বেঁধে নিয়ে এসেছি।

মা যশোদা বেরিয়ে এসে বলেন, কোন্ চোর, কাকে কিজন্য বেঁধে নিয়ে এসেছ?

সেই মাতাজী বলে, তোমারই পুত্র গো।

যশোদা রাগ করে বললেন, তুমি দেখো আমার পুত্র তো খেতে বসেছে। তুমি কাকে ধরে এনেছ?

সেই মাতাজী দেখল, ভুল করে সে তার নিজের পুত্রকেই আঁচলে বেঁধে নিয়ে এসেছে। সেই পুত্রটি কাঁদতে শুরু করেছে।

মাতাজী তার নিজের পুত্রের বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে আদর করতে করতে বলে, হে যশোদা, আমার মাথাটা কেন ঘুরছে। মা যশোদা বললেন, এসো একটু জল খাও, বসো, এই রোদে ঘোরাঘুরি করো না। রোদে ঘোরার জন্য মাথাটা ঘুরছে। মাতাজী তখন বারবার কৃষ্ণের দিকে তাকাচ্ছে। আবার তার নিজের পুত্রের দিকে তাকাচ্ছে।

হে প্রভু, দয়া করে আমাদের সেবা থেকে বঞ্চিত করবেন না। প্রভুর ভোগের সময় আমরা তো বাজি। এটাই তো নিয়ম।

একদিন বলরাম কৃষ্ণকে বলে, কি রে ভাই, তোর মন খারাপ বুঝি? কৃষ্ণ বলে, মা বকেছে। বলরাম বলে, মা কেন বকেছে? কৃষ্ণ বলে, আমার খিদে পেয়েছিল। আমি একটা ঘরে ননী খেতে গিয়ে ঘন্টা বেজে উঠল। আমি দৌড়ালাম। লোকে আমাকে ধরে ফেলল। আমার তখন খুব খারাপ লাগল। তারা আমার নামে মার কাছে অনেক অভিযোগ করল। তাই মা আমাকে বকলো।

বলরাম হাসতে হাসতে বলে, ননী চাইলেই লোক দেবে। লুকিয়ে খাওয়ার কি দরকার পড়েছে। ঘরের লোকজন যদি না থাকে, যদি তুই লুকিয়ে খেতে চাস্ তবে কেন শব্দ করিস্।

কৃষ্ণ বলে, আমি শব্দ করিনি। সেই ঘরের লোকেরা সব জায়গায় ঘন্টা বেঁধে রেখেছিল। আমি যখন ননী তুলি, তখনও ঘন্টাগুলি বাজেনি। যেই ননী মুখে দিলাম অমনি হাঁড়িতে বাঁধা ঘন্টা, ঘরের মধ্যে সব ঘন্টাগুলো বেজে উঠল। আমি তাদেরকে রাগ করে বললাম, এ্যাই তোরা বাজছিস্ কেন? চুপ থাক্। কিন্তু ঘন্টাগুলো বলতে লাগল, হে প্রভু, দয়া করে আমাদের সেবা থেকে বঞ্চিত করবেন না। প্রভুর ভোগের সময় আমরা তো বাজি। এটাই তো নিয়ম। ঘন্টাদের কথা শুনে আমি বললাম, আমি চুপি চুপি ভোগগ্রহণ করছি। তখন ঘন্টাগুলো বলল, না না প্রভু আপনার কাউকে ভয় করার কিছু নেই। এই ঘরের সব লোক তো আপনাকে ভালোই বাসে। তারপর ঘন্টাগুলো সবাই বেজে উঠল আর আমি সদর দিয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লাম।

বলরাম বলল, চুরি করার সময় শব্দ হলে সদর দিয়ে দৌড়াতে নেই। সদরে তো সবার নজর থাকে। কৃষ্ণ বলে, যাই হোক, আমি কারও বাড়িতে যাব না।

বলরাম বলে, যদি না যাস্ তবে ওই সব লোকেরাইতো খুব মন খারাপ করবে।

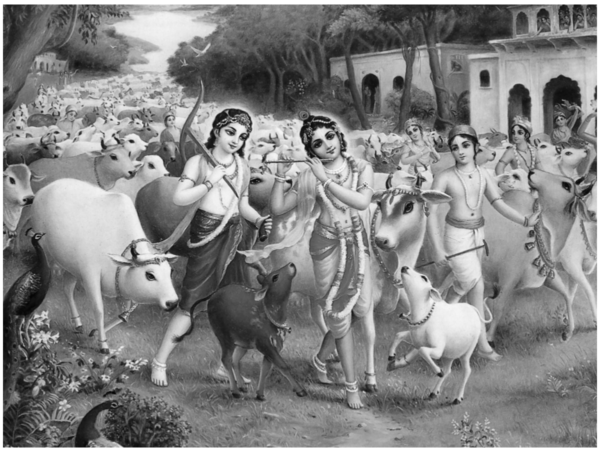

কৃষ্ণের হাত ধরে বলরাম গোকুল বনের ময়ুর, কোকিল, দোয়েল, নানা ফুল, মৌমাছি, প্রজাপতি দেখতে লাগল।

রোহিণীদেবীকে যশোদারানী বলতে লাগলেন, দিদি, এই গোকুলের লোকেরা কেমন?

— কেন? কি ব্যাপার?

— কৃষ্ণের নামে ওরা অভিযোগ তোলে। কৃষ্ণ নাকি ওদের সবার ঘরে ননী চুরি করে। আমাদের ঘরে নয় লক্ষ গাভী আছে। প্রতিটি গাভী রোজ দুই তিন বালতি করে দুধ দেয়। কোটি কোটি হাঁড়ি ভর্তি দই, ননী, কত কিছু। ঘরে ছেলে মাত্র দুটি। কৃষ্ণ আর বলরাম। আমি নিজ হাতে রোজই কৃষ্ণকে বেশী বেশী করে ননী খাওয়াই। খেতেই চায় না। আর সেই কৃষ্ণ কিনা প্রতিদিন ওর ঘরে তার ঘরে সব লোকের ঘরে ননী চুরি করে খাচ্ছে। এই কথা কে বিশ্বাস করবে? প্রতিবেশীরা প্রতিদিন কৃষ্ণের নামে আমার কাছে নালিশ জানাচ্ছে। তাদের নালিশ শুনে আমি কৃষ্ণকে অনেক শাসন করেছি। কৃষ্ণকে যখন জিগ্যেস করি, তুমি কেন লোকের বাড়িতে ননী চুরি করতে যাচ্ছ? তখন সে বলে, মা আমি ননী চুরি করিনি, ওরা সব মিথ্যা বলে। জানো দিদি, তবুও তাকে বারংবার সাবধান করে দিয়ে বললাম আর যেন তোমার নামে কোনও অভিযোগ না শুনি। কিন্তু তার পরের দিন দেখি দলে দলে সব লোক আসছে, আর বলছে, হে নন্দরানী, তোমার পায়ে পড়ি। তুমি খবরদার কৃষ্ণকে বকবে না। নিশ্চয়ই তুমি কৃষ্ণকে বকেছ। সেইজন্য সে আমার বাড়িতে যায়নি। সেই লোকেরা কাঁদো কাঁদো হয়ে আমাকে বলতে লাগল, হে নন্দরানী, আমাদের ঘরে সবার খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কারও কোনও কাজে মন বসছে না। রান্নাবান্না কিছু হচ্ছে না। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের ঘরে তোমারই নয়নমণি, আমাদেরই নয়নমণি যায়নি। নয়নমণি না থাকলে অন্ধ হয়ে আমরা কি করব বলো, হে যশোদা, দয়া করো, তোমার ছেলেকে অবশ্য অবশ্যই আমাদের বাড়িতে যেতে বারণ করো না। বলো তো দিদি, এই গোকুলবাসীরা কি রকম। ছেলেটা তাদের বাড়িতে রোজ রোজ চুরি করতে যাক এটাই ওদের একান্ত বাসনা। তা হলে ওরাই আমার ছেলেকে চোর বানাচ্ছে কিনা তুমি বলো।

রোহিণী দেবী বললেন, হে যশোদা! গোকুলবাসী প্রত্যেকেই কৃষ্ণ ও বলরামকে খুব ভালোবাসে। এই জগতে চোরকে কেউ ভালোবাসে না। কেননা চোর অন্যদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। কিন্তু তোমার পুত্রকে দেখো, সে কাউকে কষ্ট দেয় না। সে বাচ্চা মানুষ, ননী খেতেও ঠিক মতো শিখেনি। হাঁড়ির ভেতরে ডান হাত ঢুকিয়ে ননী বার করে পায়ের ওপর ফেলে। তার বাম হাতের আঙ্গুলে ঈষৎ লেগে থাকে ননী। সেই আঙ্গুলটাই মুখে দেয়। আর সে মিটি মিটি করে তাকায়। সেই মনোহর রূপটা দর্শন করতে কার না ভালো লাগে। যশোদা, তুমি দেখো, কৃষ্ণ দুধের বালক, সে নিজের ঘরেও যেমন অন্যের ঘরেও তেমন। তুমিও যেমন তাকে না দেখে থাকতে পারো না, সারা গোকুলবাসীরাও তাকে না দেখে থাকতে পারে না। যাকে সবাই ভালোবাসে তার স্বভাব নিশ্চয় খারাপ হচ্ছে তা বলতে পারো না। আবার লোকে অভাবে চুরি করে কিন্তু এক্ষেত্রে তার কোন অভাবও নেই। অতএব যশোদা তোমার পুত্রের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।

মরিব বলিও না

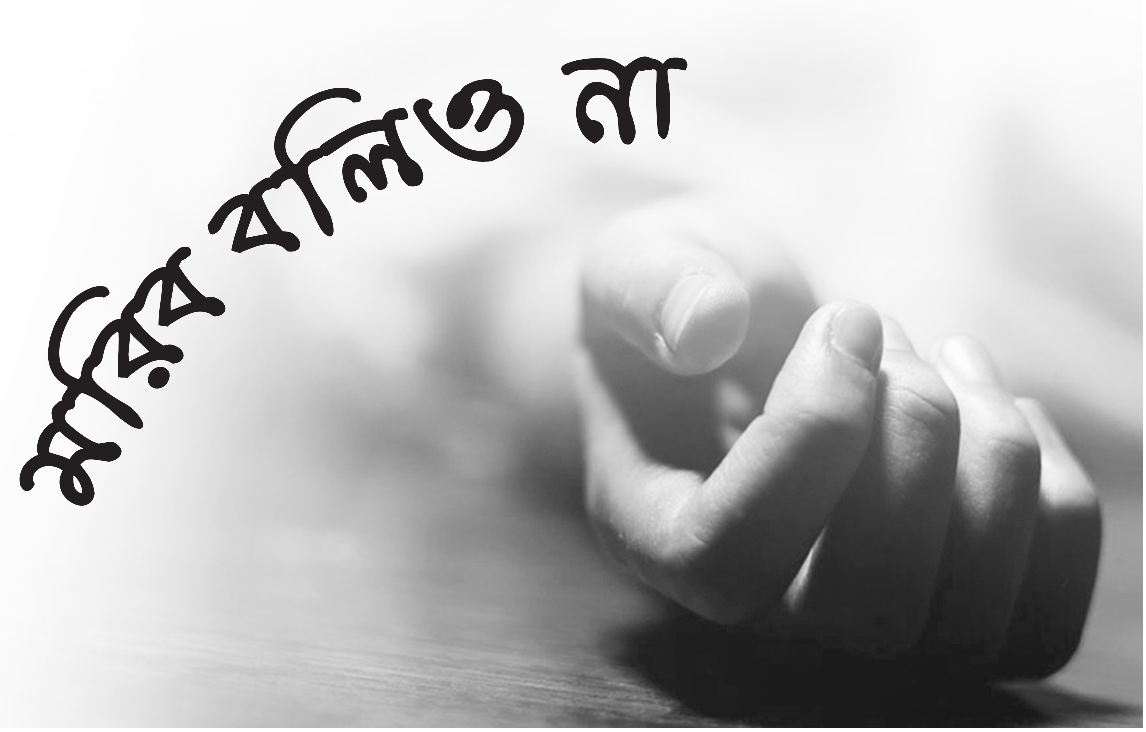

ব্রজ বিহারী দাস

ব্যবসা ডুবে যাওয়ার পরেও কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা প্রচার করতে শ্রীল প্রভুপাদ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রথমে এলাহাবাদে এবং পরে ১৯৩০ সালে মুম্বাইতে। তিনি এক দশকেরও ওপরে অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে ভগবদ্গীতার ওপর তাঁর তাৎপর্য লিখেছিলেন এবং আশা করেছিলেন কোন পৃষ্ঠপোষক খুঁজে পাবেন যিনি তাঁর লেখাগুলিকে প্রকাশ করতে সাহায্য করবেন। পনের বৎসরেরও অধিক সময় পরে তিনি অবশেষে একজন দক্ষিণ ভারতীয় দাতার সন্ধান পেলেন তিনি তাঁর রচনাগুলিকে প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন তাঁর পান্ডুলিপিগুলি হারিয়ে গেছে। তিনি তাঁর পরিবারকে, ভৃত্যদের এবং এমনকি প্রতিবেশীদেরও জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু কেউ বলতে পারল না কোথায় এবং কেমন করে তাঁর এত বছরের কঠিন পরিশ্রম হারিয়ে গেছে। তখন নিরুৎসাহিত না হয়ে তিনি সম্পূর্ণ পান্ডুলিপিটি পুনরায় লিখলেন এবং অবশেষে শ্রীল প্রভুপাদের ভগবদ্গীতা যথাযথ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনন্য অবদান হয়ে উঠল যা হাজার হাজার জীবনকে পরিবর্তিত করেতে সাহায্য করেছে।

নিউইয়র্ক শহরের প্রথম দিকের দিনগুলিতে কদাচিৎ কেউ তাঁর গীতার ক্লাসগুলিতে যোগদান করত। কয়েকজন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা আসতেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের পদ্ধতিতে তাঁদের কোন উৎসাহ ছিল না। একদিন এক অনুষ্ঠানে এই স্বল্প জমায়েতে শ্রীল প্রভুপাদ স্বীকার করলেন যে, তিনি বৃন্দাবনের অভাব অনুভব করছেন। যে বৃন্দাবনকে তিনি এই দূরদেশে আসার জন্য ছেড়ে এসেছেন। তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়েছিল বৃন্দাবনের পুণ্যমন্দিরগুলিতে ফিরে যাওয়ার জন্য। শ্রীল প্রভুপাদ স্বীকার করেছিলেন, 'আমি এখানে সুখী নই'। উপস্থিত কয়েকজনও একমত হয়েছিলেন যে, তাঁরাও অনুভব করতে পারছেন যে, তিনি আমেরিকাতে সুখী নন। তারপর শ্রীল প্রভুপাদ কিছুতেই হার মানবো না, এই মনোভাব নিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'আমি ফিরে যাবো না। আমি এখানে এসেছি আমার আধ্যাত্মিক গুরুর নির্দেশ পালন করতে এবং যদি অল্প লোকও আসে তবুও আমি কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা দান করবো।' মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে তিনি ভূমন্ডলের সব কয়টি মহাদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। একশটি কেন্দ্র, হাজার হাজার ছাত্র এবং লক্ষ লক্ষ শুভাকাঙ্খীদের শুভেচ্ছা নিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

১৯৬৫ সালে নিউইয়র্কে প্রচন্ড শীতের মধ্যে একা কষ্ট করতে করতে তিনি বার বার ভারতবর্ষের বন্ধু এবং পরিচিতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ভারতবর্ষের কেউ সাড়া দেয়নি। একটুও নিরুৎসাহিত না হয়ে স্থানীয় আমেরিকান যুব সম্প্রদায়কে তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য তিনি উৎসাহিত

রান্না করে তাঁর প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করতেন এবং যার সঙ্গেই তাঁর দেখা হতো তাকে তিনি কৃষ্ণকথা বলতেন। একদিন তিনি যখন একটি পার্কে একা বসে আছেন, মিস্টার রুবেন নামে জনৈক ব্যক্তি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কে এবং নিউইর্য়কে তিনি কি করছেন? শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, তিনি ভগবৎ জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তাঁর শয়ে শয়ে কেন্দ্র ও হাজার হাজার ছাত্র রয়েছে, অসংখ্য পুস্তক ও পুস্তিকা তিনি লিখেছেন যেগুলি এক ডজনেরও বেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মিস্টার রুবেনের কাছে এই পুরো ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য মনে হলো, কারণ তিনি বলেছিলেন এই বড় খারাপ নিউইর্য়ক শহরে এই বৃদ্ধ একা। ইতিহাস সাক্ষী হয়ে রইল পার্কে শ্রীল প্রভুপাদের এই আশ্চর্যজনক ভবিষ্যৎবাণীটির। তিনি আশাবাদী ছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই গ্রহের প্রতিটি শহর এবং গ্রামে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার।

করেছিলেন। তিনি এটিকে আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন, অচিরেই যা সমগ্র পৃথিবীকে ভগবৎ প্রেমের কীর্তন এবং নর্তন সংস্কৃতির দ্বারা প্লাবিত করেছিল। পাশ্চাত্যে কৃষ্ণভাবনামৃতের বীজ বপনের জন্য তাঁর শান্ত প্রাথমিক সংগ্রামের দিনগুলিতে তিনি একা ছিলেন কিন্তু একাকী ছিলেন না। তিনি প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করতেন। নিজে

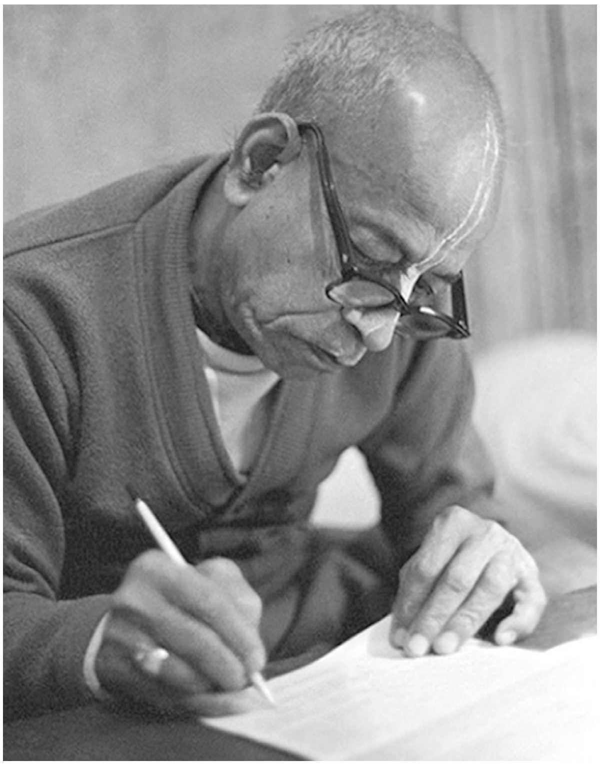

উৎসব সমূহ গভীরভাবে মনোনিবেশ এবং উদযাপনের ক্ষণ

শুভবিলাস দাস

প্রতিটি মানুষ জীবনের উৎসবকে পৃথকভাবে অনুভব করেন। একটি আসন্ন উৎসব অধিকাংশের কাছে আনন্দের এবং অনেকের কাছে স্বস্তির। যারা নতুন জামা, মিষ্টি, মজা এবং উৎসবের উচ্ছলতার উপকরণগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাদের কাছে এটি একটি আনন্দ। অন্যদের কাছে উৎসব মানে কাজের বোঝা থেকে মুক্ত ও আরামপ্রদ ছুটির দিন। তোমার কাছে উৎসবের অর্থ কি? অধিকাংশ লোক উৎসবের সারমর্মে প্রবেশ না করেই রীতিনীতিতে ভেসে যেতে পছন্দ করেন। এই সমস্ত উৎসবগুলির সারমর্ম না বুঝলে আমরা শুধুমাত্র যান্ত্রিক উৎসাহের সঙ্গে উৎসবগুলি উদযাপন করবো। প্রশ্ন এই হওয়া উচিত নয়—'আমি কি উৎসবটি উপভোগ করেছি?' বরং এই হওয়া উচিত — 'উৎসবের সময়ে আমি কি আমাকে উন্নত করতে পেরেছি'? আমরা কিভাবে উৎসব উদযাপন করলাম সেটি না ভেবে আমাদের গভীরভাবে উৎসবের ভাবধারার উপর চিন্তাভাবনা করা উচিত।

আশ্চর্যভাবে এই পৃথিবীর প্রতিটি উৎসবই কোন না কোন মহান ব্যক্তিত্বের ত্যাগকে স্মরণীয় করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। জন্মাষ্টমী এমন একটি উৎসব যা কৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বসুদেব এবং দেবকীর ত্যাগকে মনে করিয়ে দেয়। দীপাবলীও একটি উৎসব যা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং সীতার অযোধ্যায় বিজয়ী প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ত্যাগ স্বীকারকেও মনে করিয়ে দেয়। ক্রিস্টমাস একটি উৎসব যা যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মত্যাগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। দশেরা একটি উৎসব যা ভগবান রামচন্দ্রের রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণের ত্যাগকেও মনে করিয়ে দেয়।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনে করি বিদেশী শাসকের হাত থেকে স্বাধীন হতে কত শহীদ প্রাণ ত্যাগ করেছেন।

প্রশ্নটি হলো কারোর কঠিন পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগ যদি আজ উৎসবরূপে উদযাপিত হয় এতে আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? এই দিনগুলি কি শুধুই দিনপঞ্জীতে কাজের বোঝা থেকে মুক্তির দিন নাকি এগুলি আমাদের কাছে সুযোগ এনে দেয় স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হতে। আমাদের উশৃঙ্খলতার দ্বারা একে লঘু না করে সক্রিয় কৃতজ্ঞতা এবং প্রকৃত প্রশংসার দ্বারা এর পবিত্রতাকে তুলে ধরা উচিত নয় কি? প্রকৃত ভাবধারায় নিমগ্ন না হওয়া যেন একজনের শেষকৃত্যে পরলোকগত ভালো গুণগুলির কথা না ভেবে এটিকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগান। যখন একটি উৎসব উদযাপিত হয় তা আনন্দ এবং হাসি নিয়ে আসে, কিন্তু যখন একটি উৎসবের ভাবধারা সম্বন্ধে চিন্তা করা হয় তখন এটি কৃতজ্ঞতার অশ্রু বহন করে আনে। ভাবধারা উপলব্ধি করে উৎসব উদযাপন করলে তা আমাদেরকে উন্নত করে, উৎসাহিত করে, বিনম্র করে, শক্তিশালী করে এবং আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং ত্যাগের ভাব জাগরিত করে।

যখন একটি উৎসব উদযাপিত হয় তখন প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু যখন এর ভাবধারা আমরা বুঝতে পারি আমরা অনেক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হই!

শুভবিলাস দাস একজন উদ্বুদ্ধকারী বক্তা এবং আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের শিক্ষক। তিনি রামায়ণ দ্য গেম অফ লাইফ নামক ছয় খন্ডের গ্রন্থাবলীর লেখক।

রাধাবল্লভী কচুরি

শৈশবে শ্রীল প্রভুপাদ কচুরি খেতে ভালবাসতেন। এই রাধাবল্লভী কচুরি রাজস্থানে খুব জনপ্রিয়।

উপকরণ ঃ
২ কাপ আটা কিংবা সমপরিমাণ আটা ও ময়দার মিশ্রণ; ১ চ-চামচ লবন; ৫ টেবিল-চামচ ঘি; ৭-১০ টেবিল চামচ গরম জল; আধ মাপ খোসা ছাড়ানো বিউলি ডাল অথবা কড়াইশুঁটি কিংবা অড়হর ডাল (একরাত ভিজিয়ে রাখুন); দেড় চা-চামচ জিরা; দেড় টেবিল-চামচ ধনে বীজ; ১ চা-চামচ মৌরী; আধ চা-চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়া; আধ চা-চামচ হিং চূর্ণ (পাথুরে হিং হলে পরিমাণে কম দেবেন); আধ চা-চামচ গোলমরিচের গুঁড়া; পৌনে ১ কাপ জল কিংবা আখনির ঝোল; পৌনে ১ চা-চামচ নুন; ১ লিটার ঘি।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ
একটি পাত্রে আটা এবং লবন মেশান। তাতে ৩ টেবিল চামচ ঘি ঢেলে মাখুন। ৭-৮ টেবিল চামচ জল ঢেলে খুব ভাল করে মাখামাখি করুন। একটি সামান্য কাপড় দিয়ে এক ঘন্টা ঢেকে রাখুন।

এবার ভেজানো ডাল থেকে জল ঝরান এবং আধা বাটা করুন। অল্প ঘি গরম করে জিরা, ধনে বীজ এবং মৌরী ভাজুন। জিরা একটু বাদামী হলে শুকনো লঙ্কার গুঁড়া এবং হিং দিন। ৫ সেকেন্ড নেড়েচেড়ে গোলমরিচ চূর্ণ, জল (কিংবা আখনির ঝোল), লবন এবং ডাল বাটা মেশান। ফুটে উঠলে আঁচ একটু কমিয়ে ঢেকে দিন। মাঝে মধ্যে নেড়েচেড়ে জল শুকিয়ে নিন। নামিয়ে ঠান্ডা করুন। এই মশলাদার ডাল দিয়ে ১৮ খানা বল তৈরী করুন।

আটার তাল পুনরায় মেখে নিয়ে ১৮ খানা গোল্লা তৈরী করুন। সেগুলি সামান্য ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন। একটা করে গোল্লা হাতে নিন। আঙুল দিয়ে টিপে মাঝখানে একটু জায়গা করুন। ভেতরে ডালপুর দিয়ে চারদিক থেকে বন্ধ করুন। আবার মসৃণ করে গোল করুন এবং একটু চ্যাপ্টা করে আবার কাপড় দিয়ে ঢাকুন।

ঘি গরম করুন। একসঙ্গে ৯ খানা করে কচুরি ভাজুন। দু'দিকই যেন সামান্য বাদামী বর্ণের হয়। আলুর দম কিংবা চাটনী সহযোগে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করুন।

বিঃ দ্রঃ- রাধাবল্লভী কচুরিগুলিকে ভাজার আগে পুরির মতো সামান্য বেলে নিলে সেগুলি এক ধরনের ভারী পুরির মতো হবে। তাকে রাধাবল্লভী পুরিও বলা হয়।

— শ্রীমতী যমুনা দেবী দাসী

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

অ্যারিজনাতে 'হরেকৃষ্ণ' চলচিত্রটি শ্রেষ্ঠ চলচিত্রের শিরোপা লাভ করল

ইসকন প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা এবং সাফল্যের ওপর নির্মিত চলচিত্র 'হরেকৃষ্ণ' অ্যারিজনাতে চারদিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত ইলুমিনেট নামক চলচিত্র অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের পুরস্কার অর্জন করেছে। অ্যারিজনার সেদোনা হলে এই চলচিত্রটি চলাকালীন উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে প্রবল আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল এবং প্রত্যেকেই ভীষণ ভাবাবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন।

হবিবপুর রথযাত্রা উৎসব

বিগত বৎসরগুলির ন্যায় এই বৎসরও ২৫ জুন, ২০১৭ নদীয়া জেলার অন্তর্গত হবিবপুর, রাণাঘাট-এ সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। ইসকন গৌরধাম মন্দির থেকে সুসজ্জিত রথে করে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব এবং শ্রীসুভদ্রারাণীকে শোভাযাত্রা সহকারে রাণাঘাট কোর্টমোড় স্থিত স্বাস্থ্যোন্নতি ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সুদৃশ্য গুণ্ডিচা মন্দিরে নয়দিন ব্যাপী মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন ছাপ্পান্নভোগ নিবেদন, মহাপ্রসাদ বিতরণ, কীর্তন, ভজন, হরিকথা প্রবচন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয়েছিল এবং জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছিল। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে আপ্লুত ভক্তগণ ভগবানকে আহ্বান জানান এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেন। ৩রা জুলাই উল্টোরথ যাত্রা পালিত হয়।

মায়াপুর রথযাত্রা উৎসব

২৫ জুন ২০১৭ শ্রীধাম মায়াপুরে সাড়ম্বরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। রাজাপুর শ্রীমন্দির থেকে তিনটি সুসজ্জিত রথে করে যথাক্রমে বলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেবকে শোভাযাত্রা সহকারে বিকাল তিনটায় ভক্তিসিদ্ধান্ত সরণী সড়ক ধরে মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির নিকটস্থ প্রভুপাদ ঘাট পার্কে আনা হয়। সেখানে সুদৃশ্য গুণ্ডিচা মন্দিরে নয়দিন ব্যাপী মিলন মেলার মহা আনন্দ পরিবেশ সৃষ্ট হয়। প্রতিদিন ছাপ্পান্নভোগ নিবেদন, মহাপ্রসাদ বিতরণ, বিকাল থেকে রাত দশটা অবধি সাংস্কৃতিক মঞ্চে নৃত্য, কীর্তন, ভজন, হরিকথা প্রবচন প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান চলে।

ইসকন কোলকাতা তার ৪৬ তম রথযাত্রা উৎসব পালন করল

ইসকন কোলকাতা তার ৪৬ তম রথযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে ২৫ জুন পালন করল। সকাল ১১টার সময় শ্রী জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রা মহারাণীর মূল বিগ্রহ মন্দির থেকে যাত্রা করে মনোরমভাবে সুসজ্জিত বৃহৎ রথে স্থাপন করা হয়। শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ এবং শ্রীমৎ সুভগ স্বামী মহারাজ এই পুণ্য উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত ইসকন ভক্তরা দলবদ্ধভাবে এই অভূতপুর্ব উৎসবে যোগদান করতে এসেছিলেন।

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কোলকাতার মেয়র শ্রী শোভন চ্যাটার্জী, সাংসদ শ্রী সুব্রত বক্সী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রী সুব্রত মুখার্জী সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেছেন রথযাত্রা উদ্বোধনের জন্য। জয় জগন্নাথ এবং হরে কৃষ্ণ ধ্বনি দিয়ে রথের রশি টানা হয়েছিল। অগ্রণী বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী শ্রাবন্তী রথের শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিও রথের রশি টানেন। হাজার হাজার লোক যারা অতি উৎসাহের সঙ্গে অধীর আগ্রহে এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিল তারাও রথের রশি টানতে শুরু করেছিল। প্রত্যেকেই উৎসবের ভাবে বিভোর ছিল। শঙ্খ ধ্বনি হচ্ছিল, ভক্তরা করতাল, মৃদঙ্গ বাজাচ্ছিল। প্রত্যেকেই সুরেলা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছিল।

হরে কৃষ্ণ এবং জয় জগন্নাথ ধ্বনি উৎসবের আবহাওয়াকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছিল। ভগবান অতি কৃপা পরবশ হয়ে কোলকাতার রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। পুরো শোভাযাত্রায় হাজার হাজার লোক অধীর আগ্রহে রাস্তার দুই পার্শ্বে ভগবানকে স্বাগতম জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। মানুষেরা তাদের ঘরের ছাদেও উঠে পড়েছিল, তারা তাদের বারান্দা এবং দরজা জানালা দিয়েও উঁকি ঝুঁকি মারছিল যাতে অন্ততঃ এক ঝলকের জন্যও ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, ধনী, দরিদ্র এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল। ভগবানকে প্রতিনিয়তই ফল, মিষ্টান্ন এবং অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য উপকরণ নিবেদন করা হচ্ছিল এবং তাঁর প্রসাদ সকলকেই বিতরণ করা হচ্ছিল। রথের ভাবনা ছিল শ্রীপাদ রামানুজাচার্যের সহস্রতম আবির্ভাব তিথি উদযাপন করা।

রথযাত্রার শোভাযাত্রা দেখতে অপূর্ব লাগছিল। ছোট শিশুরা রাধা, কৃষ্ণ, বলরাম, গোপ এবং গোপী বেশে সুসজ্জিত ছিল। শতাধিক মাতাজী রঙীন শাড়ীতে সুসজ্জিত হয়ে সুস্বাগতম্ জগন্নাথ, সুস্বাগতম্ বলদেব এবং সুস্বাগতম্ সুভদ্রা গাইছিলেন। ব্রিগেড গ্রাউন্ড অভিমুখী রাস্তাটিকে ঝাড়ু দ্বারা পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং রাস্তাটিকে রঙীন ফুল এবং রঙ্গোলী দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছিল। শ্রী একলব্য দাসের ভক্তিবেদান্ত ব্যান্ড সকলকেই উৎসাহিত করেছিল। সমগ্র শোভাযাত্রাতে ভক্তরা শ্রীল প্রভুপাদের শত শত গ্রন্থ এবং ভগবৎ-দর্শন পত্রিকা বিতরণ করেন।

অবশেষে প্রায় সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় রথ ব্রিগেড গ্রাউন্ডে এসে পৌঁছায়, যেখানে ভগবান নয় দিন অবস্থান করেন। একটি অস্থায়ী গুন্ডিচা মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল, যেখানে জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রা মহারাণী অবস্থান করেন। বহু স্টল যেমন প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন, রথযাত্রা প্রসাদম, ভক্তি বৃক্ষ, যুব বিকাশ, কিডস্ কর্ণার, পুস্তক প্রদর্শন ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছিল। প্রত্যহ রথযাত্রার মেলা বিকাল চার ঘটিকা থেকে রাত্রি নয় ঘটিকা পর্যন্ত চলত। নাটক, জগন্নাথ কথা, শিশু উৎসব, কথ্থক নৃত্য, যুব উৎসব, নৃত্য কীর্তন ইত্যাদি সংগঠিত হতো। পাঁচ লক্ষের বেশী মানুষ এই রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল।

রথযাত্রা উৎসব সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায় ৩রা জুলাই উল্টোরথ যাত্রা দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্টোরথে অংশগ্রহণ করেন।